সাহিত্যমুক্তাবলী।

অলঙ্কার।

প্রথম ভাগ।

শান্তিপুরস্থ ইংরাজী বিদ্যালয়ের পণ্ডিত

শ্রীজয়গোপাল গোস্বামি

প্রণীত।

নরত্বং দুর্লভং লোকে, বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা।
কবিত্বং দুর্লভং তত্র, শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা।।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক
ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে যন্ত্রিত।

সন ১২৬৯ সাল।

মূল্য ।।০ আট আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

একদা কথা-প্রসঙ্গে স্কুল সমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় এইরূপ প্রস্তাব করেন যে, বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রগণের নিমিত্ত যেরূপ নানা প্রকার বাঙ্গালা পুস্তক প্রকটিত হইয়াছে, সেই রূপ কোন একখানি অলঙ্কার বিষয়ক পুস্তক হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, কারণ বাঙ্গালা ভাষায় কোন একখানি অলঙ্কার বিষয়ক পুস্তক এ পর্য্যন্ত প্রকটিত হয় নাই।

এই রূপ প্রস্তাব করিয়া পশ্চাৎ আমাকে এই আদেশ করেন যে, "তুমি অলঙ্কার বিষয়ক কোন একখানি পুস্তক প্রস্তুত কর," তাহাতে আমি সম্মত হইয়া, সংস্কৃত সাহিত্য দর্পণ অবলম্বন করিয়া এই পুস্তকখানি প্রস্তুত করিয়া, উক্ত মহাত্মাকে দেখাইলাম; তিনি যথোচিত পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক ইহার আদ্যোপান্ত দেখিয়া মুদ্রিত করিতে আদেশ করিলেন, এবং সেই সাহসেই আমি ইহা প্রচার করিতে সাহসী হইলাম, কিন্তু কতদূর যে কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না।

ইহাতে সাহিত্য দর্পণের সকল অংশই যে অনুবাদিত হইয়াছে এরূপ নহে, যে সকল অংশ নিতান্ত অশ্লীল ও বাঙ্গালা ভাষার উপযোগী নহে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

অবশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহার সংশোধন বিষয়ে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। এবং পরমবন্ধু ও দেশহিতৈ শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল প্রামাণিক ইহার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করি

ছেন, বোধকরি তিনি মনোযোগী না হইলে আমি কোন রূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না। নন্দলাল বাবু এত উৎসাহশালী যে তিনি তাদৃশ সম্পন্ন না হইয়াও এই সকল বিষয়ে ব্যয় করিতে কাতর নহেন। এজন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে, ঐরূপ লোক দীর্ঘজীবী হইয়া দেশের উৎসাহ বর্দ্ধন করুন।

শ্রীজয়গোপাল গোস্বামী

শান্তিপুর।

তারিখ ১লা শ্রাবণ।
সন ১২৬৯ সাল।

সাহিত্যমুক্তাবলী।

কাব্য অতিশয় উপাদেয় ও হৃদয়হারি বস্তু এবং উহা-দ্বারা যে, কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ হইয়া থাকে, তাহা কথায় বলিয়া শেষ করা যায় না। কালিদাস, ভব-ভূতি ও বাণভট্ট প্রভৃতি পূর্ব্বতন কবিগণ উহার আস্বাদনে, ব্রহ্মানন্দের ন্যায় কোন অভাবনীয় আনন্দ লাভ করিয়া গিয়াছেন। এবং অধুনাতন অনেকানেক মহোদয়গণ ঐ পরম সুখে কালযাপন করিয়া থাকেন; এজন্য আমি ঐ কাব্যের বিবৃতি করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

কাব্যের উপাদেয়ত্ব যথা—

দেখ, প্রথমতঃ মনুষ্যজন্ম অত্যন্ত দুর্লভ, তাহাতে বিদ্যা-লাভ আরও সুদুর্লভ হইয়াছে, যদিও নানাকষ্টে বিদ্যালাভ হয়, তাহা হইলেও কবিত্ব শক্তি জন্মান সুকঠিন, সুতরাং কবিত্ব আরও দুর্লভ; এবং যদিও সৌভাগ্যবশতঃ তাহাতে কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি জন্মে, তাহা হইলেও তাহাতে যে, একটী অসামান্য শক্তি জন্মান কত সুদুর্লভ তাহা আর লিখিয়া শেষ করা যায় না। অতএব লোকে, কাব্য যে কিরূপ উপা-দেয় পদার্থ তাহা ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে।

অথ কাব্য।

রসাত্মক যে বাক্য তাহার নাম কাব্য। অর্থাৎ রস যাহাতে আত্মারূপে প্রতিভাত হয়, তাহার নাম কাব্য। উদাহরণ যথা,—

"রামচন্দ্র জটা বল্‌কল ধারণ করিয়া, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনগমনে উদ্যত হইলে, দশরথ বক্ষঃস্থলে করাঘাত পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, 'আহা রাম!!! কোথায় তোমার সুকুমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আর কোথাই বা বনগমনার্থ জটাবন্ধন; আহা! এমন সময়ে আমি কেন অন্ধ হইলাম না,—কেন আমার কঠিন হৃদয় দ্বিধা পাটিত হইল না"।

এস্থলে এই বাক্যটী করুণরসে পরিপূর্ণ, সুতরাং ইহা রসাত্মক হইল, ও ইহা করুণ রসাত্মক বাক্য বলিয়া, ইহার কাব্যত্বের কোন হানি হইল না।

মতান্তর।

কেহ কেহ বলেন যে, "যে বাক্য দোষ রহিত, সগুণ, ও সালঙ্কার তাহার নাম কাব্য" কিন্তু একথা সম্ভবপর নহে, কারণ, যেসকল বাক্যের কোন কোন অংশে দোষ আছে, কোনরূপেই তাহার কাব্যত্বের হানি হইতে পারে না; তবে উপাদেয় পক্ষে কিছু তারতম্য হইতে পারে। যেমন কীটানুবিদ্ধ-রত্নের উপাদেয়তার তারতম্য ব্যতীত রত্নত্বের হানি হয় না, কাব্যেরও অবিকল সেইরূপ।

গুণ, অলঙ্কার ও রীতি।

* গুণ, অলঙ্কার ও রীতি ইহারা শব্দার্থরূপ দেহদ্বারা

* গুণ—অর্থাৎ গুণাভিব্যঞ্জক শব্দ।

কাব্যের আত্মভূত যে রস তাহারই উৎকর্ষ বর্দ্ধন করে। পরে ইহার বিষয় ব্যক্ত হইবে।

অথ দোষ।

কাণত্ব, খঞ্জত্ব, প্রভৃতি দোষাবলী, দেহদ্বারা যেরূপ আত্মার অপকর্ষ জনক হয়, তদ্রূপ শ্রুতিদুষ্টাদি দোষও শব্দার্থ স্বরূপ দেহদ্বারা কাব্যের আত্মভূত যে রস তাহার অত্যন্ত অপকর্ষক হইয়া থাকে।

অথ বাক্য।

যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি যুক্ত যে পদসমূহ তাহার নাম বাক্য। পদার্থের পরস্পর সম্বন্ধে যে অবাধ তাহার নাম যোগ্যতা। যেমন "রাম সীতা-বিয়োগে কাতর হইয়া, অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিয়াছিলেন"। যদি যোগ্যতার অভাবেও বাক্যত্ব অঙ্গীকার করাযায়, তাহা হইলে, "অগ্নি-দ্বারা স্নান করিতেছে ও সুশীতল সলিল চর্ব্বণ দ্বারা পিপাসা নিবারণ করিতেছে" ইত্যাদিস্থলে, বাক্যত্বের কিছুমাত্র বাধা হইত না। এখানে অগ্নিদ্বারা স্নান, ও পেয়দ্রব্যের চর্ব্বণ দুইই অযোগ্য হইল; সুতরাং উহাদের বাক্যত্ব হইল না।

সেইরূপ নিরাকাঙ্ক্ষ, অর্থাৎ যে বাক্যের পদগুলি পরস্পর নিরপেক্ষ, যদি তাহার বাক্যত্ব স্বীকার করাযায়, তাহা হইলে গো, সমুদ্র, মনুষ্য, পক্ষী ইত্যাদি স্থলে নির্ব্বাধে বাক্যত্ব সম্পন্ন হইত।

আসত্তি, কিনা, বুদ্ধির অবিচ্ছেদ, অর্থাৎ যে পদসমূহে বুদ্ধির বিচ্ছেদ নাহয়, তাহারই নাম আসত্তি। যদি বল যে, আসত্তি বিরহেও বাক্যত্ব হইতে পারে, তাহা হইলে, "রাম

ইতেছেন ” এই বাক্যটী একেবারে না বলিয়া, প্রাতঃ-
লে “ রাম ” ও সন্ধ্যাসময়ে, “ যাইতেছেন, ” এইরূপ
বলেও উহার বাক্যত্বে কোন বাধা থাকিত না। এই বাক্য
প্রকার। যথা— বাক্য, ও মহাবাক্য।

বাক্য যথা—

“ রাম, সীতা-বিয়োগে কাতর হইয়া, অজস্র অশ্রু-বর্ষণ ”
ত্যাদি।

মহাবাক্য যথা—

উল্লিখিত যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি যুক্ত যে
ক্যসমূহ তাহার নাম মহাবাক্য। যথা—রামায়ণ, মহাভা
ত, ও রঘুবংশ ইত্যাদি।

অথ কাকু।

কণ্ঠ-ধ্বনির যে বিভিন্নতা, অর্থাৎ শোক, ভয়, ইত্যাদি
বা যে কণ্ঠধ্বনির বিকার তাহার নাম কাকু। উদাহরণ,
থা—

“ রাম! তুমি কি আর এ দুঃখিনীকে ‘ মা ’ বলিয়া ডাকিবে
? ”

এস্থলে কাকুদ্বারা বোধ হইতেছে, যে “ মা ” বলিয়া
কিবে। তদ্রূপ, “ সে আবার এখানে আসিবে ” ?
তুমি এতবড় লোক তোমাকে না দিলে হয় ? ” ইত্যাদি।

অথ শব্দার্থ।

এই শব্দার্থ তিন প্রকার ; যথা— বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ
ব্যঙ্গ্যার্থ। এবং এই তিন প্রকার শব্দার্থ বোধের

নিমিত্ত, শব্দের তিনটী শক্তি আছে। যথা— অভিধাশক্তি, লক্ষণাশক্তি এবং ব্যঞ্জনাশক্তি। এই অভিধাশক্তিদ্বারা বাচ্যার্থের, লক্ষণাশক্তিদ্বারা লক্ষ্যার্থের, এবং ব্যঞ্জনা শক্তিদ্বারা ব্যঙ্গ্যার্থের বোধ হইয়া থাকে।

অভিধাশক্তি যথা—

যাহাদ্বারা সঙ্কেতিত অর্থের বোধহয়, তাহার নাম অভিধা শক্তি। যথা—"অশ্ব বন্ধন কর" এস্থলে অশ্ব বন্ধনরূপ যে ক্রিয়া, সেইটীই বাচ্য অর্থাৎ অভিধেয় এবং অশ্ব ও বন্ধন ক্রিয়া এ দুটীরও অর্থ সঙ্কেতিত বটে, সুতরাং বাচ্যার্থ বোধক যে অভিধা তদ্দারা এখানে সঙ্কেতিতার্থের বোধ হইল।

(অথ লক্ষণাশক্তি।)

যাহাদ্বারা লক্ষ্য অর্থের প্রতীতি হয়, তাহার নাম লক্ষণা। যথা—"গঙ্গায় বাস করিতেছেন" একথা বলিলে এইটী লক্ষ্য হইবে যে, গঙ্গার তটপ্রদেশে বাস করিতেছেন, কারণ জলমধ্যে বাসের সম্ভাবনা নাই; সুতরাং গঙ্গা-তটে লক্ষণা না করিলে, এ বাক্যটী কোনরূপেই নিষ্পন্ন হইতে পারে না।

অথ ব্যঞ্জনাশক্তি।

অভিধা ও লক্ষণা শক্তিদ্বারা অর্থের বোধ না হইলে, অন্য যে শক্তিদ্বারা অর্থ বোধ হয়, তাহার নাম ব্যঞ্জনা শক্তি। এই শক্তি দ্বারাই ব্যঙ্গ্যার্থের প্রকাশ হইয়া থাকে; কিন্তু এই যে ব্যঙ্গ্যার্থ বক্তা ইহা গোপনে রাখিয়া অন্যরূপ বাক্য

প্রকাশ করিয়া থাকেন, তবে ব্যঞ্জনা শক্তির অসাধারণ ক্ষমতা দ্বারা সেই বক্তার মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়া পড়ে। উদাহরণ যথা—

"শকুন্তলা প্রিয়ংবদাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন সখি! এই লতাকুঞ্জ অতি নিভৃতস্থান, অতএব মহারাজের সহিত আর একত্র না থাকিয়া চল আমরা আশ্রমে যাই।"

এখানে শকুন্তলার মনোগত ভাব এই যে, এ অতি নিভৃতস্থান অতএব মহারাজের সহিত একত্র উপবেশনের ইহাই উপযুক্ত স্থান। অতএব এস্থলে এই ভাবটী কেবলব্যঞ্জনা-শক্তি দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে।

অথ দৃশ্যকাব্য।

দৃশ্য অর্থাৎ অভিনেয়। অভিনয় অবলোকন করিয়া, যাহাতে রসাস্বাদন হয়, তাহাকেই দৃশ্য কাব্য কহা গিয়া-থাকে। অভিনয় স্থলে, নটগণ রাম যুধিষ্ঠিরাদির রূপ ধারণ করিয়া, এই কাব্যের আলোচনা করেন। যদি ইহা অঙ্গীকার না করা যায়, তাহা হইলে জন্মান্ধ ব্যক্তিরাও ঐ রস আস্বাদন করিয়া চরিতার্থতা লাভ করিতে পারিত।

রাম যুধিষ্ঠিরাদির রূপ আরোপিত হয় বলিয়া কেহ২ কেহ উহাকে রূপক বলিয়া থাকেন। যথা,—শকুন্তলা, রত্নাবলী, কুলীন কুলসর্ব্বস্ব, ইত্যাদি।

ইতি প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা যথা—

"কুমুদিনী, বিধুপ্রণয়িনী, শোভে জলে ;
স্থলে শোভে ধুতুরা ধবল বেশধরি—
তপস্বিনী!

তিলোত্তমাসম্ভব।

যথা বা—

"নাভিকূপ যাইতে কাম কুচশম্ভু বলে।
ধরেছে কুন্তল তার রোমাবলী ছলে।"

বিদ্যাসুন্দর।

এই দুইটী উদাহরণের মধ্যে প্রথমটীতে প্রস্তুত বিষয় যে ধুতুরা তাহাকে প্রতিভা-শূন্য করিয়া তাহার সহিত অপ্রস্তুত যে তপস্বিনী তাহার অভিন্নবৎ প্রতীতি হইতেছে অর্থাৎ উৎপ্রেক্ষাবোধক একটী "যেন" শব্দ উহ্য করিতে হইতেছে সুতরাং প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা হইল। আর দ্বিতীয় উদাহরণেও 'যেন ধরেছে কুন্তল তার' এই রূপে একটী 'যেন' শব্দ উহ্য করিতে হইতেছে এজন্য এখানেও প্রতীয়-মানোৎপ্রেক্ষা নামে অলঙ্কার হইল। সংস্কৃত ভাষাতে ইহার অনেক অবান্তর ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বঙ্গভাষায় সে সকলের তত আবশ্যকতা নাই বলিয়া লিখিত হইল না।

অথ অতিশয়োক্তি।

দুই প্রকার অধ্যবসায়ের মধ্যে যেখানে সিদ্ধ অধ্যব-সায়ের প্রতীতি হয়, তথায় অতিশয়োক্তি নামে অলঙ্কার হইয়া থাকে। বর্ণনীয় বিষয়কে প্রতিভা-শূন্য করিয়া, পশ্চাৎ

সেই বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত অন্য কোন উপমানের যে অভেদ কল্পনা তাহার নাম অধ্যবসায়। যেখানে নিশ্চিত রূপে অধ্যবসায়ের অর্থাৎ ঐ রূপ অভেদ কল্পনার প্রতীতি হয়; তথায় সিদ্ধ অধ্যবসায় হইয়া থাকে। আর যেখানে নি-শ্চিতরূপে উহার প্রতীতি হয় না, সেখানে সাধ্য নামে অধ্যবসায় হয়। সাধ্য অধ্যবসায় স্থলে, অতিশয়োক্তি অলঙ্কার না হইয়া, উৎপ্রেক্ষা নামে অলঙ্কার হইয়া থাকে; অতএব অতিশয়োক্তি স্থলে যে উৎপ্রেক্ষার প্রতীতি সে বৃথা। ইহা চারি প্রকার; যথা—বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত অন্য বিষয়ের ভেদ থাকিলেও অভিন্নরূপে প্রতীতি; কোন স্থলে অভেদ থাকিলেও ভেদরূপে প্রত্যয়; সেইরূপ সম্বন্ধ থাকিলেও অসম্বন্ধরূপে, ও অসম্বন্ধ থাকিলেও কোনং স্থলে সম্বন্ধরূপে প্রতীতি। উদাহরণ যথা—

"কোথায় পৌলমী সতী, অনন্ত যৌবনা,
দেবেন্দ্র-হৃদয়-সরোবর কমলিনী,"

তিলোত্তমাসম্ভব।

এখানে বর্ণনীয় বিষয় পৌলমী, কিন্তু তাহার অর্থ অধঃকৃত হইয়া, কমলিনীই তাহার সহিত অভিন্নরূপে প্রতীত হইতেছে, সুতরাং অতিশয়োক্তি হইল। সম্বন্ধ থাকিতেও অসম্বন্ধের উদাহরণ—

শরীর গড়িতে তার, সুকুমার শশী
বিধি হয়েছিল, কিম্বা, অনঙ্গ; অথবা,

অথ দোষ পরিচ্ছেদঃ।

দোষঃ।

রসের অপকর্ষক—অর্থাৎ যাহাদ্বারা রস প্রতিভা-শূন্য হয় ও আস্বাদন কালে সম্যক্ সুখানুভব হয় না, তাহার নাম দোষ। এই দোষ কখন পদে, কখন পদের অংশে, কখন বা বাক্যে, এবং কখন কখন অর্থেতেও উপলব্ধ হইয়া থাকে।

দোষ, যথা—

শ্রুতিকটুতা, অনৌচিত্য, অসমস্তবস্ত্ব, গ্রাম্যতা, সন্দিগ্ধতা, পুনরুক্তি, কুটিলার্থতা, ক্লিষ্টার্থতা, নিরর্থকতা, প্রসিদ্ধিত্যাগ, ব্যাহতত্ব, অপুষ্টতা, দুষ্ক্রমতা, প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধতা, সহচরভিন্নতা, অধিক পদত্ব, ন্যূন পদতা, সন্ধিকষ্টতা, বিরুদ্ধমতিকারিতা, অশ্লীলত্ব, সমাস-বাহুল্য, ব্যাকরণদুষ্টতা, অপ্রসিদ্ধশব্দ প্রয়োগ, ও অসাধু ভাষা, ইত্যাদি।

শ্রুতিকটুতা যথা—

অতিশয় কর্কশ শব্দবিন্যাসে যে শ্রবণসুখের উচ্ছেদ, অর্থাৎ হানি, তাহার নাম শ্রুতিকটুতা। উদাহরণ যথা—

হে মনোজ্ঞশরীরে, তুমি অত্র ধরিত্রীতে জগ্ধিথক্কা দ্বারা দুষ্ক্রিরীক্রম কর্তন করিয়া কার্তার্থ্য লাভ করিয়াছ।

অথ অনৌচিত্য।

যে সকল পদপ্রয়োগ ও বাক্যবিন্যাস উচিত নহে, তাহার নাম অনৌচিত্য। উদাহরণ যথা—

যদিও তিনি পশুর ন্যায় অতি নির্ব্বোধ, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ বীরত্ব জন্য রণস্থলে তাঁহাকে ইন্দ্রতুল্য বিবেচনা হয়।

এখানে পশু পদটী অনুচিত। অনুচিত বাক্য যথা :—

কুক্কুরের শব্দ শুনি পশুরাজ কাঁপে।
ভূপতি হইল খর্ব্ব মন্ত্রীর প্রতাপে ॥ ইত্যাদি।

অসম্ভবত্ব যথা—

যে সকল বাক্য বিশ্বাসযোগ্য নহে, অর্থাৎ যে ঘটনা কোনরূপেই ঘটিতে পারে না তাহার নাম অসম্ভবত্ব। উদাহরণ যথা—

মহারাজ! আজি ভ্রমণ করিতে করিতে, হঠাৎ আপনার কানন মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে, কতক গুলি বানর এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া অতি মনোহর স্বরে গান করিতেছে, ও শৃগালগণ তাহার চতুঃপার্শ্বে উপবিষ্ট রহিয়াছে।

এখানে বানরের সঙ্গীত নিতান্ত অসম্ভাব্য।

অথ গ্রাম্যতা।

অতিশয় ইতর ভাষা প্রয়োগের নাম গ্রাম্যতা। উদাহরণ যথা—

ভগবন্ এই কর্পূরবাসিত চন্দন আপনার গায়ে লেপে আমার বাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

এখানে "গায়ে" ও "লেপে" এই দুইটী পদ গ্রাম্য।

সন্দিগ্ধতা।

বাক্য অথবা পদে সন্দেহ উপস্থিতের নামই সন্দিগ্ধতা। উদাহরণ যথা—

আহা! সখি! দেখেচ আজি নীলকণ্ঠের কি আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছে?

এস্থলে নীলকণ্ঠ শব্দে শিব কি ময়ূর এ সন্দেহ দূর হওয়া বড় কঠিন সুতরাং ইহা সন্দেহ দূষিত।

পুনরুক্তি যথা—

যে বাক্যেতে বারংবার এক রূপ অর্থের প্রতীতি হয় সেই বাক্য পুনরুক্ত দোষে দুষিত। উদাহরণ যথা—

রাম সুগ্রীবের সহিত বন্ধুত্ব বন্ধন করিয়া কিছুদিন তাঁহার সহিত একত্র বাস করত পশ্চাৎ রাম তথা হইতে গমন করেন।

এখানে দ্বিতীয় বার "রাম" এই পদটী উক্ত হওয়াতে পুনরুক্ত দোষ হইল।

কুটিলার্থতা যথা—

যে স্থলে পদের অর্থ সহজে বোধগম্য হয় না, তথায় কুটিলার্থতা দোষ হয়। উদাহরণ যথা—

"আমার লপিতে দেও কুন্তীর নন্দন।
মৎস্যরাজ পুত্র পরে করহ অর্পণ॥
ক্ষমীনাথ লক্ষনেরে প্রকাশ করিলে।
তোমার গোরসে গো পাইব করতলে॥"

নিরর্থকতা যথা—

বৃথা পদবিন্যাসের নামই নিরর্থকতা। উদাহরণ যথা—

* "প্রবল বেগে উল্কাপাত ভূতলে পতিত হইতেছে।"

এখানে "পাত" বা "পতিত" শব্দ নিরর্থক হইয়াছে।

অথ প্রসিদ্ধিত্যাগ।

প্রসিদ্ধ বাক্যের বা পদের যে পরিহার তাহার নাম প্রসিদ্ধিত্যাগ। উদাহরণ যথা—

* এই উদাহরণটী বিবিধার্থ সংগ্রহ হইতে উদ্ধৃত।

প্রিয়সখি, মেঘ-রবে শরীর অবসন্ন হইতেছে, অতএব রক্ষা কর।

মেঘের গর্জ্জনই লোকে প্রসিদ্ধ, এজন্য " মেঘ-রবে " এই পদটী প্রসিদ্ধিত্যাগ দোষে দূষিত।

ব্যাহতত্ব যথা—

প্রথমাবস্থায় কোন বিষয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিধান করিয়া, পশ্চাৎ তাহার যে অন্যথা-প্রতিপাদন তাহারই নাম ব্যাহতত্ব। উদাহরণ যথা—

বয়স্য! শকুন্তলার মুখচন্দ্রমার হাস্যরূপ কৌমুদীতে মুগ্ধ হইয়া অবধি সুধাকরের কৌমুদীতে অত্যন্ত ঘৃণা জন্মিয়াছে।

এখানে প্রথমতঃ কৌমুদীর উৎকর্ষ বিধান করিয়া, পশ্চাৎ তাহারই আবার অপকর্ষ বিহিত হইয়াছে ; সুতরাং বাক্যটী অব্যাহত রহিল না।

অপুষ্টার্থতা যথা—

মুখ্য অর্থাৎ প্রধান উদ্দেশ্যের অনুপকারিতারই নাম অপুষ্টার্থতা। উদাহরণ যথা—

প্রিয়ে! বিস্তৃত আকাশমধ্যে সুধাকর উদিত হইয়াছেন ইহা দেখিয়াও তোমার মানের কিছুমাত্র ন্যূনতা হইল না?

এখানে " মানত্যাগ " যে প্রধান উদ্দেশ্য তাহার প্রতি " বিস্তৃত " শব্দটী কিছুমাত্র উপকারী হইল না।

দুষ্ক্রমতা যথা—

ক্রমভঙ্গের নামই দুষ্ক্রমতা। উদাহরণ যথা—

"মহারাজ! সহস্র অথবা দুই সহস্র মুদ্রা দিলেই আমি সন্তুষ্ট-চিত্তে প্রতিগমন করি।"

এখানে প্রথমতঃ দুই সহস্র পশ্চাৎ সহস্র মুদ্রার যাচ্ঞা করিলে ক্রম ভঙ্গ হইত না।

প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধতা যথা—

লোকে যাহা প্রসিদ্ধ আছে তাহার অন্যথা ভাবের নামই প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধতা। উদাহরণ যথা—

দুর্যোধন একজন সৈনিক পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিল, 'অরে তার পর কি হইল' ইহা শ্রবণ করিয়া সৈনিক পুরুষ উত্তর করিল, 'মহারাজ! তার পর শূলধারী হরি রণস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।'

এখন "হরির হস্তে শূল" এটী লোকে অপ্রসিদ্ধ। "হরির সুদর্শন ও শিবের শূল" এইটীই প্রসিদ্ধ, সুতরাং এখানে বাক্যটী প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধ হইল।

সহচর ভিন্নত্ব যথা—

সুশোভন বিষয়ের সঙ্গে অশোভন বিষয়ের যে সন্নিবেশ তাহার নাম সহচর ভিন্নত্ব। উদাহরণ যথা—

সজ্জনের দুর্গতি, কোকিলের স্বরভঙ্গ, ও স্থানবিশেষে যে খলের আদর এই তিনই অত্যন্ত তাপের বিষয়।

এখানে "সজ্জন ও কোকিল" এই দুই অতি শোভন বিষয়ের সঙ্গে অত্যন্ত অশোভন যে খল তাহার সন্নিবেশ

হইল, সুতরাং বাক্যটী সহচর-ভিন্নতা দোষে দূষিত হইল।

অধিক পদত্ব যথা—

যে পদ অনাবশ্যক, বাক্যমধ্যে এরূপ পদের যে সন্নিবেশ তাহার নাম অধিকপদত্ব। উদাহরণ যথা—

"পিনাক-পাণি যে মহাদেব, তাঁহাকে নমস্কার করি।"

এস্থলে কেবল "মহাদেবকে নমস্কার করি" এইকথা বলিলেই বক্তা চরিতার্থ হইত, কারণ পিনাক-পাণি শব্দেই মহাদেব, সুতরাং "পিনাক-পাণি" এই বিশেষণ পদটী এখানে অধিক বলিতে হইবে! তদ্রূপ, "তিনি বাক্য বলিলেন" এস্থলে "বাক্য" এই পদটী অধিক; কারণ "বলিলেন" এই ক্রিয়াদ্বারাই বাক্য কথন চরিতার্থ হইতে পারিত। কিন্তু "বাক্য" এই পদটীর কোন একটী বিশেষণ থাকিলে উহা অধিক পদ বলিয়া দূষিত হইত না; যেমন, "রাজা শকুন্তলাকে মধুর বাক্য কহিলেন" এখানে "মধুর" এই বিশেষণটী সন্নিবেশিত হইয়াছে বলিয়া ইহাতে কোন দোষ হইল না।

ন্যূনপদতা যথা—

যে বাক্যে পদের অল্পতা বোধ হয়, অর্থাৎ আরও দুই বা একটী পদ নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা হয়, তথায় ন্যূনপদতা দোষ হয়। উদাহরণ যথা—

যদি আমার প্রতি এরূপ মধুর দৃষ্টি অর্পিত হইল, তবে আমার ইন্দ্রত্বতেই বা কি প্রয়োজন?

এস্থলে "তোমা কর্তৃক" এই অংশ ন্যূন থাকাতে ন্যূন-পদতা দোষ হইল।

অথ সন্ধি কষ্টতা।

যেস্থলে অতিশয় কষ্ট স্বীকার করিয়া সন্ধি করিতে হয়, তথায় সন্ধিকষ্টতা দোষ হয়। উদাহরণ যথা—

সুচার্ব্বনুভব তুমি করেছ লঙ্ঘন।
নতুবা তর্ব্বন্তে কেন প্রিয়ার বসন।

এখানে "সুচারু-অনুভব ও তরু-অন্তে অর্থাৎ বৃক্ষের উপরিভাগে" এই দুইটী পদে সন্ধি করিতে যে কিরূপ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহা দৃষ্টিমাত্রেই অনুভূত হইবে। তদ্রূপ ফণ্যাদি হিংস্র জন্তু (ফণী—আদি) গুর্ব্বঙ্গনা (গুরু-অঙ্গনা) বাগ্রমণীয়তা (বাক্—রমণীয়তা) ইত্যাদি।

অথ বিরুদ্ধমতি-কারিতা।

যদ্দ্বারা মতির বিরুদ্ধতা জন্মে তাহার নাম বিরুদ্ধমতি-কারিতা। উদাহরণ যথা—

অভিনব জলধর তলে;
নারদের শুভ্রদেহ, কত শোভা পায়।
ভস্মে তনু ডুবাইয়া, পরিধান চর্ম্ম ছাড়ি,
হেলে দুলে আসে যেন ভবানীর পতি।।

এস্থলে "ভবানীর পতি" এই বাক্যটী বিরুদ্ধমতি-

কারিতা দোষে দূষিত। কারণ ভবানী শব্দের অর্থ এই যে, ভবের পত্নী, অতএব তাঁহার আবার পতি, এরূপ ব্যবহৃত হইলে অবশ্যই তাঁহার পত্যন্তরে প্রতীতি জন্মে। তদ্রূপ পার্ব্বতীর পিতা, সৌমিত্রি-জননী, ইত্যাদি।

অশ্লীলতা

যে স্থলে লজ্জাকর, ঘৃণাকর, ও অমঙ্গল বোধক শব্দের প্রয়োগ থাকে, তথায় অশ্লীলতা দোষ হয়। ইহার উদাহরণের প্রয়োজন নাই, কারণ উহা অনায়াসেই বোধগম্য হইতে পারিবে।

সমাসবাহুল্য যথা—

যে স্থলে সমাসবাহুল্য প্রযুক্ত বাক্যার্থ সহসা হৃদগত হয় না, তথায় সমাসবাহুল্য দোষ হয়। উদাহরণ যথা—

অয়ি! কুন্তলকলাপতিরস্কৃতাভিনবকাদম্বিনি! কোথায় গমন করিলে?

এস্থলে সমাস বাহুল্য আছে বলিয়া, সমাস বাহুল্য দোষ হইল।

ব্যাকরণদুষ্টতা।

যে স্থলে ব্যাকরণ দোষ থাকে, তথায় ব্যাকরণদুষ্টতা দোষ হয়। উদাহরণ যথা—

আহা! জনকনন্দিনী এরূপ বুদ্ধিবতী হইয়া, "রাম বিপদে পড়িয়াছেন ভাবিয়া," কেন লক্ষ্মণকে প্রেরণ করিয়া ছিলেন?

এখানে "বুদ্ধিবতী" এই পদটী ব্যাকরণ দুষ্ট, কারণ বুদ্ধি শব্দের উত্তর "মৎ" প্রত্যয় হইয়া থাকে, কোনরূপেই (বৎ) প্রত্যয় হইতে পারে না। তদ্রূপ "মহারাজা না আসিলে আমি গমন করিব না" ইত্যাদি। এস্থলে "মহা-রাজা" পদটী ব্যাকরণ দুষ্ট; কারণ কর্ম্মধারয় সমাসে রাজন্ শব্দের ন কারের লোপ হইয়া "রাজ" হয়।

অপ্রসিদ্ধ শব্দ প্রয়োগ।

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ শব্দ প্রযুক্ত না হইলেই অপ্রসিদ্ধ শব্দ প্রয়োগ কহে। উদাহরণ যথা—

প্রিয়সখি! দেখে তারে বনের ভিতরে।
দ্বাপর হইল বড় মনের মাঝারে॥

এখানে "দ্বাপর" এই শব্দটীর অর্থ সন্দেহ, কিন্তু বঙ্গভাষায় দূরে থাকুক সংস্কৃত ভাষাতেও ইহার প্রয়োগ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং এই প্রয়োগটী অপ্রসিদ্ধ হইল।

অসাধু ভাষা।

সাধুভাষা প্রযুক্ত না হইলেই তাহাকে অসাধুভাষা কহে। উদাহরণ স্পষ্ট।

অন্য প্রকার যথা—

উপমাদিস্থলে উক্তদোষাবলীর মধ্যে যে সকল দোষ ঘটিয়া থাকে, তাহার কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

যদি উপমাস্থলে উপমান ও উপমেয় এই উভয়ের সর্ব্বাংশে সমতা না থাকে, তাহা হইলে সেই উপমান বা উপমেয় অধিকপদত্ব বা ন্যূনপদত্বদোষে দূষিত হয়। উদাহরণ যথাঃ—

মধ্যে মধ্যে এক এক খানি নীলবর্ণ মেঘখণ্ড ধারণ করিয়াও শরৎকালের জলধর যেরূপ সৌদামিনীদ্বারা অপূর্ব্ব শোভা-সম্পন্ন হয়, আজি বিভূতি-লিপ্ত-কলেবর ভগবান্ ত্রিলোচন আপনার নয়নজ্যোতিতে সেই রূপ শোভা-সম্পন্ন হইয়াছেন।

এখানে শরজ্জলধর উপমান ও ত্রিলোচন উপমেয়। এবং উহাদিগের পরস্পরের অনেকাংশে সমতাও আছে, কারণ শরজ্জলধর কিঞ্চিৎ শুভ্র সুতরাং তাহার সহিত ত্রিলোচনের ও নয়নজ্যোতির সহিত বিদ্যুতের অতি উত্তমরূপে সমতা সম্পন্ন হইতেছে; তবে উপমান স্থলে যেরূপ "নীলবর্ণ মেঘ" একটা অতিরিক্ত পদ আছে, সেই রূপ ত্রিলোচন না বলিয়া "নীলকণ্ঠ" বলিলে কোন দোষই হইত না, বরং সর্ব্বাংশেই সমতা থাকিত; কিন্তু তাহা নাই বলিয়াই, এই উপমাতে অধিকপদত্ব দোষ হইল, অর্থাৎ উপমান পক্ষে "নীলবর্ণ মেঘ খণ্ড" এই পদটী অতিরিক্ত হইল।

উপমান পক্ষে ন্যূনপদত্ব যথা—

তড়িদ্বিভূষিত শ্যাম জলধর যেরূপ নয়ন-হারী হয়, আজি কমলাকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত ও মুক্তাহারে বিভূষিত হইয়া, মুরারি সেইরূপ নয়ন-হারী হইয়াছেন।

এখানে উপমাটী ন্যূনপদতা-দোষে দুষিত; কারণ মুরারি পক্ষে "মুক্তাহারে বিভূষিত" একটী অতিরিক্ত বিশেষণ পদ আছে; যদি উপমান অর্থাৎ মেঘ পক্ষেও বলাকামালা (অর্থাৎ বকশ্রেণীতে সুশোভিত) এরূপ একটী বিশেষণ পদ থাকিত, তাহা হইলে উপমান ও উপমেয়ের সর্ব্বাংশেই সাদৃশ্য থাকিত।

এই উপমান ও উপমেয় স্থলে, লিঙ্গ, বচন, ও পুরুষ-ভেদে যে সকল দোষ হয়, তাহার নাম ভগ্নপ্রক্রমতা দোষ। উদাহরণ যথা—

সুধার সমান সখি শরদের শশী।
হেরিতে কবরী-ফুল পড়ে গেল খসি।

এখানে উপমান যে সুধা তাহা স্ত্রীলিঙ্গ, এবং উপমেয় যে শশী তাহা পুংলিঙ্গ, সুতরাং লিঙ্গভেদে ভগ্নপ্রক্রমতা দোষ হইল।

বচনগত দোষ যথা—

অন্তঃপুর-বনিতারা হেমলতার ন্যায় রামচন্দ্রের চতুঃ-পার্শ্বে দণ্ডায়মান হওয়াতে, বোধ হইল, যেন স্বর্ণলতা সকল-শালবৃক্ষের চতুষ্পার্শ্বে শোভা পাইতেছে।

এখানে "বনিতারা" উপমান ও "হেমলতা" উপমেয়; ও উপমানটী বহুবচন-সম্পন্ন এবং উপমেয়টী এক বচন সম্পন্ন, সুতরাং উপমাটী বচনগত দোষে দুষিত হইল।

পুরুষগত দোষ যথা—

জানকি! আজি তুমি হেমলতার ন্যায় অত্যন্ত মনোহারিণী হইয়াছ। এখানে পুরুষগত দোষ হইল, কারণ, উপমান যে "হেমলতা" তাহা তৃতীয় পুরুষ, আর উপমেয় যে "তুমি" তাহা দ্বিতীয় পুরুষ। অতএব তৃতীয় পুরুষের সহিত দ্বিতীয় পুরুষের সাদৃশ্য হওয়াতে দোষ হইল।

প্রকারান্তর।

উল্লিখিত দোষাবলীর কোন স্থানে অদোষত্ব ও কোন কোন স্থানে গুণত্বও হইয়া থাকে। যথা—

যদি কখন কালে বক্তা ক্রোধসংযুক্ত হন ও বক্তব্য বিষয় যদি অতিশয় উদ্ধত হয়, তাহা হইলে শ্রুতিকটুতা দোষেরও গুণত্ব হইয়া থাকে। আর রৌদ্রাদি রসে উহা অধিকতর গুণ-সম্পন্ন হয়।

ক্রুদ্ধ বক্তা যথা—

"রাজা কন শুন রে কোটাল।
নিমক হারাম বেটা, আজি বাঁচাইবে কেটা,
দেখিবি করিব যেই হাল।"

বিদ্যাসুন্দর।

এখানে "কোটাল, বেটা, ও কেটা" ইত্যাদি শব্দগুলি শ্রুতিকটু হইয়াও অতিশয় গুণসম্পন্ন হইয়াছে।

বক্তব্য বিষয়ের ঔদ্ধত্য।

ডাকে ঠাট, কাট কাট, মালসাট মারে। ইত্যাদি।

বিদ্যাসুন্দর।

এখানে উদ্ধতসজ্জাই বক্তব্য, সুতরাং শ্রুতিকটু দোষ গুণত্ব প্রাপ্ত হইল।

রৌদ্ররসে গুণত্ব যথা—

"ডাকে ঠাট, কাট কাট, মাল সাট মারে।"

অপ্রতীতত্ব দোষের গুণত্ব।

যদি বক্তা ও শ্রোতা এই উভয়ের বুদ্ধিশক্তি প্রবল হয়, অর্থাৎ বক্তা যাহা বলিবে, শ্রোতা যদি অনায়াসে তাহা বুঝিতে পারে, তাহা হইলে, অপ্রতীতত্ব অর্থাৎ যাহার অর্থ অনায়াসে বোধগম্য হয় না, তাহা গুণত্ব প্রাপ্ত হয়। উদাহরণ যথা—

"ঋকার স্বর্গের নাম তুমি ঋরূপিণী।
ঋস্বরূপা রাখ মোরে ঋবাসদায়িনী॥"

বিদ্যাসুন্দর।

এখানে মহাপণ্ডিত সুন্দর বক্তা, ও মহাবিদ্যা ভগবতী শ্রোত্রী অর্থাৎ শ্রবণ করিতেছেন, সুতরাং অপ্রতীতত্ব দোষ এখানে গুণত্ব প্রাপ্ত হইল।

পুনরুক্ত দোষের গুণত্ব।

বিষাদ, বিস্ময়, ক্রোধ, দৈন্য, অনুকম্পা, হর্ষ, ও অবধারণ ইত্যাদি স্থলে, পুনরুক্ত দোষের গুণত্ব হইয়া থাকে।

বিষাদ স্থলের উদাহরণ যথা—

"আহা আহা হরি হরি, উহু উহু মরি মরি,
হায় হায় গোঁসাই গোঁসাই।"

অন্নদামঙ্গল।

এখানে কন্দর্প-পত্নী অতিশয় বিষাদ প্রকাশ করিতেছেন বলিয়া, পদগুলি পুনঃপুনঃ উক্ত হইয়াও গুণত্ব প্রাপ্ত হই-য়াছে।

বিস্ময়ের উদাহরণ যথা—

সুন্দর বিদ্যার মন্দিরে হঠাৎ উপনীত হইলে বিস্ময়ে সখীগণের উক্তি ;

"এ কি লো একি লো, একি লো দেখি লো,
এ চায় উহার পানে। ইত্যাদি।"

বিদ্যাসুন্দর।

এখানে "একি লো" এই বাক্যটী তিন বার উক্ত হওয়া-তেও পুনরুক্ত দোষ হইল না, বরং গুণ হইল, কারণ সখী-গণ বিস্ময়ের সহিত কথোপকথন করিতেছে।

ক্রোধের উদাহরণ যথা—

"কেটা সেটা, কার বেটা, বল কেটা মোরে।

বিদ্যাসুন্দর

এখানে অতিশয় ক্রোধের সহিত কোতয়াল হীরা মালি-নীকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, সুতরাং "কেটা" এই পদটী দুই বার প্রযুক্ত হইয়া গুণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

দৈন্যের উদাহরণ যথা—

নাহি জানি স্তবস্তুতি ভজন বিহীন।
কৃপা করি কর মুক্ত আমি অতি দীন॥

এখানে "স্তব ও স্তুতি" দুইবার উক্ত হওয়াতেও দৈন্যোক্তি বলিয়া, উহা গুণত্ব প্রাপ্ত হইল।

অনুকম্পার উদাহরণ যথা—

"প্রণমিয়া পাটনী কহিছে যোড়হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বর দান।
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান॥"

অন্নদামঙ্গল।

এখানে "তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বরদান" এই বাক্য-দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, যে পাটনীর অভিলাষ পূর্ণ হইল; অর্থাৎ 'দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান' এইটী ঐ তথাস্তু দ্বারাই ব্যক্ত হইয়াছে; অতএব চতুর্থ পাদে পুনর্ব্বার "দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান" এইটী বলাতে পুনরুক্ত দোষ আভাসমান হইতেছে, কিন্তু এখানে দেবী দয়া করিয়া বলিতেছেন, এজন্য উহার গুণত্ব সম্পন্ন হইল।

হর্ষের উদাহরণ যথা—

"চেতরে, চেতরে চেত ডাকে চিদানন্দ,
চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ।"

অন্নদামঙ্গল।

এখানে 'চেতরে' এই পদটী পুনঃপুনঃ উক্ত হইয়াও গুণত্বপ্রাপ্ত হইল ; কারণ উক্তিটী আনন্দোক্তি।

অবধারণের উদাহরণ যথা—

সেই বটে এই চোর সেই বটে এই চোর।
বাঁধরে উহায় সবে হাতে দিয়া ডোর।

এখানে "সেই বটে এই চোর" এই বাক্যটী দুইবার উক্ত হইয়াও পুনরুক্ত দোষ হইল না ; বরং গুণত্ব প্রাপ্ত হইল ; কারণ 'সেইবটে এই চোর' এই বাক্য বলিয়া অবধারণ করিতেছে।

অধম ব্যক্তির উক্তিতে গ্রাম্যত্ব দোষের গুণত্ব হইয়া থাকে। যথা—

"মোগার কপালে ছুকু নিক্ছে গোঁসাই।
খাট্টি খাট্টি মনু এট্টু বস্‌টি পানু নাই॥"
কুলীন কুলসর্ব্বস্ব।

এখানে সকল কথাই গ্রাম্য, কিন্তু ভোলা চাকরের উক্তি বলিয়া উহার দোষ না হইয়া গুণ হইয়াছে।

আনন্দনিমগ্ন ব্যক্তির উক্তিতে ন্যূনপদতা দোষের গুণত্ব হইয়া থাকে। উদাহরণ যথা—

আর্য্য ! তোমাকে দেখিয়া অবধি মনঃ অতিশয় পুলকিত হইয়াছে।

এখানে "মন" এই শব্দের পূর্ব্বে "আমার" এই শব্দটী ন্যূন হইয়াও উহা গুণসম্পন্ন হইয়াছে।

পুরাতন কবিদিগের ব্যবহার দ্বারা যে সকল বিষয় বিখ্যাত আছে, তাহা খ্যাতিবিরুদ্ধ হইলেও কাব্য নাটকাদিতে অতিশয় গুণ-সম্পন্ন হইয়া থাকে। যথা—

পাপে ও আকাশে মালিন্য, যশঃ ও হাস্যতে ধবলতা, ক্রোধ ও অনুরাগে রক্ততা, সরিৎসাগরাদিতে পঙ্কজ ও ইন্দীবরাদির এবং সমস্ত জলাশয়েই মরালাদি পক্ষীর অবস্থিতি ইত্যাদি।

যথা বা—

সুধাংশুর সুধা পিয়ে চকোর কুলেতে।
বর্ষার সময়ে হংস যায় মানসেতে॥
কামিনীর পদাঘাতে অশোক বিকাশে।
বদনের মধু লেগে বকুল প্রকাশে।
পুরুষের অঙ্গে হার শোভে অতিশয়।
ফেটে যায় বিয়োগের তাপেতে হৃদয়॥
ফুলধনু ফুলবাণ ফুলবাণ ধরে।
শিঞ্জিনী তাহাতে অলিমালা মন হরে॥
পদ্মিনী বিকাশে দিনে কুমুদিনী রাতে।
ময়ূর ময়ূরী নাচে মেঘ গর্জ্জনেতে॥
জাতী ফুল নাহি ফোটে বসন্তের কালে।
চন্দন বৃক্ষেতে ফুল ফল নাহি ফলে॥

এই কবিতাগুলির প্রতিপাদে এক একটী, কোন পাদে বা দুইটীও অতি প্রাচীন প্রসিদ্ধ বিষয় লিখিত হইল; তবে যাঁহার যত বুদ্ধি, তিনি প্রাচীন দিগের কাব্য নাটক

হইতে তত বিষয় উহ্য করিতে পারেন। ইহার দিগের উদাহরণ স্পষ্ট।

শেখর শব্দে শিরোভূষণ বুঝাইলেও শিরঃস্থিতি বোধের নিমিত্ত শিরঃ-শেখর এরূপ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

মালা শব্দেই কুসুম মালা, তবে যে "কুসুম-মালা" এরূপ প্রযুক্ত হয়, সে কেবল নিরবচ্ছিন্ন পুষ্পের মালা হইলেই হয়, নতুবা হয় না।

এই সকল শব্দ কবিযুষ্ট অর্থাৎ পূর্ব্বতন কবিরা প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন বলিয়াই এত আদরণীয়। এইরূপ কাঞ্চী অর্থাৎ কটিদেশের আভরণবিশেষস্থলে কেবল "কাঞ্চী" না বলিয়া জঘন-কাঞ্চী ও কঙ্কণস্থলে কর-কঙ্কণ বলিয়া প্রয়োগ করিলে দোষ হয়, কারণ পূর্ব্বতন কবিরা কাঞ্চী-স্থলে জঘন-কাঞ্চী ও কঙ্কণস্থলে কর-কঙ্কণ এরূপ প্রয়োগ করিয়া যান নাই; সুতরাং শিরঃশেখরাদির ন্যায় উহা প্রযুক্ত হইলে দূষণাবহ হয়॥

ইতি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সমাপ্ত।

অথ গুণ পরিচ্ছেদ।

শৌর্য্য, বীর্য্যাদি গুণগ্রাম যেরূপ দেহের প্রধান অঙ্গি-স্বরূপ যে আত্মা তাহার উৎকর্ষ বর্দ্ধন করে, তদ্রূপ মাধুর্য্যাদি গুণসমূহও কাব্যের আত্মভূত যে রস তাহার অত্যন্ত উৎকর্ষ বর্দ্ধন করিয়া থাকে। এই গুণ তিন প্রকার ; যথা— মাধুর্য্য, ওজঃ, ও প্রসাদ।

মাধুর্য্য যথা—

চিত্তদ্রবকারী যে আনন্দ তাহার নাম মাধুর্য্য। ইহা সম্ভোগ, করুণ, বিপ্রলম্ভ ও শান্তরসে অপেক্ষাকৃত অধিক অনুভূত হইয়া থাকে।

মাধুর্য্য ব্যঞ্জকবর্ণ যথা—

টবর্গ ব্যতীত, যে কোন বর্গের পঞ্চম বর্ণ যদি সেই সেই বর্গের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, বা চতুর্থ বর্ণের মস্তকগত হয়, তাহা হইলে সেই সংযুক্ত বর্ণ মাধুর্য্য ব্যক্ত করিয়া দেয়, আর র, ল, ও ক, ত, যদি লঘু হয়, তাহা হইলেও মাধুর্য্য ব্যক্ত হইয়া থাকে। যেমন, ঙ্ক, ঙ্খ, ঞ্চ, ঞ্ছ, ন্ত, ন্থ, ম্প, ম্ফ, ইত্যাদি।

কিন্তু ইহারা যে স্বয়ংই মাধুর্য্য ব্যঞ্জক হয়, এরূপ নহে; পূর্ব্বে অন্য কোন বর্ণের যোগ ব্যতীত হয় না। যেমন কলঙ্ক, শরপুঙ্খ, অঙ্গ-ভঙ্গি ইত্যাদি। র, ল, ইত্যাদি দ্বারা, যথা করতল তাল, ললিত করপল্লব, ইত্যাদি।

সংযুক্তবর্ণের উদাহরণ—

মঞ্জুল নিকুঞ্জবনে পঙ্কজ গহনে।
মধু-গন্ধে অন্ধ হোয়ে ধায় ভৃঙ্গগণে ॥
ইহা দেখি কুরঙ্গ-নয়না অঙ্গ ভঙ্গে।
গজেন্দ্র গমনে ধায় নানাবিধ রঙ্গে ॥
কুন্তল-কুসুমে ভৃঙ্গগণ কন্দলিতে।
পঙ্কজ ত্যজিয়া মন্দ লাগিল চলিতে ॥
কঙ্কণ-ঝঙ্কারে ধনী বঞ্চনা করিয়া।
চঞ্চল-লোচনে চায় অঞ্চল ধরিয়া ॥

যথা বা—

"কদম্বের কুঞ্জবনে, বিহর সানন্দমনে,
শীতল সুগন্ধ মন্দ বায়।
ছয়ঋতু সহচর, বসন্ত কুসুম শর,
নিরবধি সেবে রাঙ্গা পায় ॥"

অন্নদামঙ্গল।

র, ল, ভ, ক ইত্যাদির উদাহরণ।

"ফুটিল মালতী ফুল সৌরভ ছুটিল।
পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল ॥

যথা বা—

বকুল মালায় সাজি গোকুল-ললনা।
কর-তলে তালি দেয় করিতে ছলনা ॥
বলয় বাজিল তাহে শুনি অলিকুল।
কেলির কমল ছাড়ে হইয়া আকুল ॥

অথ ওজঃ

চিত্তের বিস্তার স্বরূপ যে দীপ্তি তাহার নাম ওজোগুণ। বীর, বীভৎস, ও রৌদ্ররসে যথাক্রমে ইহার আধিক্যের উপযোগিতা আছে।

ওজঃ ব্যঞ্জকবর্ণ যথা—

বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয়, এবং তৃতীয় ও চতুর্থের সহিত যদি সংযুক্ত হয় অথবা উপরিভাগে কিম্বা অধোভাগে (র) সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহারা ওজঃ ব্যঞ্জক হইয়া থাকে। আর যে সকল বাক্য সমাস-বহুল এবং যে সকল ঘটনা অতিশয় উদ্ধত তাহারাও এই গুণের ব্যঞ্জক। উদাহরণ যথা—

তুচ্ছ করি দেবী-বাক্য বৃদ্ধ মহাশয়।
উত্থানে নাহিক শক্তি ঊর্দ্ধদিকে চায়॥

সমাস-বহুল যথা—

"জয় জয় হর রঙ্গিয়া। করবিলসিত-নিশিত-পরশু
অভয় বর কুরঙ্গিয়া॥ ইত্যাদি।"

অন্নদামঙ্গল।

অথ প্রসাদ।

অনল যেরূপ রসহীন কাষ্ঠে অতি ত্বরায় পরিব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ যাহা অতি ত্বরায় চিত্তকে ব্যাপিয়া ফেলে, তাহার নাম প্রসাদ, সমস্ত রসে ও সমস্ত রচনাতেই ইহার উপযোগিতা আছে।

প্রসাদব্যঞ্জক শব্দ যথা—

শ্রবণ মাত্রেই যে শব্দ দ্বারা অর্থ বোধ হয় অর্থাৎ যাহার অর্থবোধে কোন কষ্ট নাই তাহারাই এই প্রসাদগুণের ব্যঞ্জক। উদাহরণ যথা—

"না দেখিব সে বদন, না হেরিব সে নয়ন,
না শুনিব সে মধুর বাণী।
আগে মরিবেন স্বামী, পশ্চাতে মরিব আমি,
এত দিন ইহা নাহি জানি॥"

অন্নদামঙ্গল।

যে বাক্যে পদগুলি পৃথক্ পৃথক্ থাকে অর্থাৎ যাহাতে সমাস না হয় তাহাও মাধুর্য্য ব্যঞ্জক হইয়া থাকে যথা—

কন্দর্প মহিষী শিব-ললাটস্থ অগ্নিকে উদ্দেশ করিয়া বিলাপ করিতেছেন।

"শিবের কপালে রয়ে, প্রভুরে আহুতি লয়ে,
নাজানি বাড়িল কিবা গুণ।
একের কপালে রহে, আরের কপাল দহে,
আগুনের কপালে আগুন।
অনলে শরীর ঢালি, তথাপি রহিল গালি,
মদন মরিলে মৈল রতি। ইত্যাদি"

অন্নদামঙ্গল।

কান্তি, ও সুকুমারতা।

এই দুইটী গুণের পৃথক্ সূত্র করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ যখন গ্রাম্যতা ও শ্রুতিকটুতা এই দুই দোষের পরি-

ত্যাগ বিহিত হইয়াছে, তাহাতেই স্পষ্ট বোধ হইবে যে, গ্রাম্যতাপরিত্যাগের নাম কান্তি, ও শ্রুতিকটুতা পরিহারের নাম সুকুমারতা।

কান্তির উদাহরণ যথা—

"প্রিয়ে! তোমার বদন-সুধাকর সন্দর্শনেই আমার চিত্ত-চকোর চরিতার্থ হইয়াছে"।

শকুন্তলা।

এই বাক্যটী সুকুমারও বটে, অর্থাৎ কান্তি ও সুকুমারতা এই দুই গুণেই এ বাক্যটী অলঙ্কৃত সুতরাং সুকুমারত্ব গুণের আর পৃথক্ উদাহরণ লিখিত হইল না।

ইতি গুণ পরিচ্ছেদ

সমাপ্ত।

অথ অলঙ্কার পরিচ্ছেদ।

যদ্দ্বারা শব্দার্থের চমৎকারিতা ও রসের পরিপুষ্টতা হয়, তাহার নাম অলঙ্কার। কটক কুণ্ডলাদি যেরূপ শরীরের শোভা সম্পাদন করে, এই অলঙ্কার সমূহও সেইরূপ কাব্যের দেহস্বরূপ যে শব্দার্থ তাহার যথোচিত শোভা সংবর্দ্ধন করে। কিন্তু এই অলঙ্কার-সমূহ যে নিয়তই শব্দার্থের শোভা সম্পাদন করে এরূপ নহে, কখন কখন উহার অভাবও দেখিতে পাওয়া যায়, এই নিমিত্ত পূর্ব্বতন আলঙ্কারিকেরা উহাকে শব্দার্থের অনিয়ত ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই অলঙ্কার দুই প্রকার; যথা—শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার। যমক, শ্লেষ, ও অনুপ্রাস ইত্যাদির নাম শব্দালঙ্কার; আর বিভাবনা, স্মরণ, রূপক ইত্যাদির নাম অর্থালঙ্কার। এইক্ষণে উহাদিগের লক্ষণ ও উদাহরণ লিখিত হইতেছে।

অনুপ্রাস যথা—

যে স্থলে দুই তিন বা ততোধিক এক জাতীয় ব্যঞ্জন বর্ণ বিন্যস্ত হয়, সেই স্থলেই অনুপ্রাস অলঙ্কার হইয়া থাকে।

উদাহরণ যথা—

"বিনাইয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥"

বিদ্যাসুন্দর।

যথা বা—

"তাহাদিগের আকর্ণবিশ্রান্তলোচনই কর্ণোৎপল, হসিত-চ্ছবিই অঙ্গরাগ, নিশ্বাসই সুগন্ধি বিলেপন, অধরদ্যুতিই কুঙ্কুম-লেপন, ভুজ-লতাই চম্পকমালা, করতলই লীলা-কমল, এবং অঙ্গুলিরাগই অলক্তক-রস।"

কাদম্বরী।

যমক যথা—

একাকার, অথচ ভিন্নার্থবাচক শব্দ যদি পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে যমকালঙ্কার হইয়া থাকে। এই অলঙ্কার তিন প্রকার: যথা—আদ্যযমক, মধ্যযমক ও অন্ত্যযমক। পদ্যের প্রথমে যে যমক থাকে তাহার নাম আদ্যযমক, মধ্যে যাহা থাকে, তাহার নাম মধ্যযমক, ও অন্তে যে যমক বিন্যস্ত হয়, তাহার নাম অন্ত্যযমক। কিন্তু গদ্য রচনাতে এইরূপ যমকের সম্ভাবনা নাই; তবে যে দুই একটী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এরূপ নিয়মে গ্রথিত নহে। ফলতঃ ইহা গদ্য অপেক্ষা পদ্যমধ্যেই কিছু অধিক প্রচলিত।

আদ্য যমক যথা—

ফুলধনু ফুলধনু ত্যজে ভ্রূ দেখিয়া।
সুবর্ণ সুবর্ণ হেরি মরিছে পুড়িয়া॥

এখানে প্রথম ফুলধনু শব্দে কন্দর্প ও দ্বিতীয় ফুলধনু পদে পুষ্পের ধনু। সেই রূপ দ্বিতীয় পাদের প্রথম সুবর্ণ শব্দে স্বর্ণ ও শেষোক্ত সুবর্ণ শব্দে সুন্দর বর্ণ অতএব এখানে আদ্যযমক হইল।

মধ্য যমক যথা—

তাঁহার প্রিয়তা রসে, রসে যার মনঃ।
যাইতে ভবের পারে, পারে সেই জন॥

অন্ত্য যমক যথা—

"বেসাতি কড়ির লেখা বুঝরে বাছনি।
মাসি ভাল মন্দ কিবা করহ বাছনি॥
পাছে বল বনিপোরে মাসি দেয় খোঁটা।
যটি টাকা দিয়াছিলে সবগুলি খোঁটা॥
যে লাজ পেয়েছি হাটে কৈতে না জুয়ায়।
এ টাকা উচিত দেয়া কেবল জুয়ায়॥
তবে হয় প্রত্যয় সাক্ষাতে যদি ভাঙ্গি।
ভাঙ্গাইনু তুকাহনে ভাগ্যে বেনে ভাঙ্গি॥
সেরের কাহন দরে কিনিনু সন্দেশ।
আনিয়াছি আধ সের খাইতে সন্দেশ॥"

বিদ্যাসুন্দর।

অথ পুনরুক্তবদাভাস।

যে স্থলে একার্থ বাচক দুই বা ততোধিক শব্দ সন্নিবেশিত হইলেও পুনরুক্ত দোষ হয় না, অর্থাৎ "যেন পুনরুক্ত দোষ হইয়াছে" আপাততঃ এই রূপ প্রতীতি হইয়া পশ্চাৎ আবার সেই সকল অর্থের অন্যরূপ অর্থ প্রতিপন্ন হয়, সেই স্থলে পুনরুক্তবদাভাস অলঙ্কার হইয়া থাকে। উদাহরণ যথা—

বিরিঞ্চি কমলাসনে বসি পদ্মাসনে।
জানিতে হরির শক্তি মুদিলা নয়নে॥

এখানে "কমলাসনে ও পদ্মাসনে" এই দুইটী শব্দ একার্থ বাচক বোধ হওয়াতে আপাততঃ পুনরুক্ত দোষ বলিয়া বিবেচনা হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, কারণ কমলাসনের অর্থ কমল রূপ আসন ও পদ্মাসনের অর্থ এক প্রকার বসিবার রীতি "যোগাসন," সুতরাং এখানে পুনরুক্ত দোষ না হইয়া পুনরুক্তবদাভাস নামে অলঙ্কার হইল।

অথ প্রহেলিকা।

যদিও প্রহেলিকা একটী অলঙ্কার বটে, কিন্তু পূর্ব্বতন কবিরা উহাকে রসের শত্রু বলিয়া অলঙ্কার মধ্যে পরিগণিত করেন নাই; এজন্য উহার বিষয় আর লিখিত হইল না।

অথ উপমা।

যেখানে সাদৃশ্যবাচি কোন শব্দ দ্বারা উপমা দেওয়া যায়, ও উপমান কিম্বা উপমেয় বৈষম্যাক্রান্ত না হয়, অর্থাৎ তদুভয়ের সর্ব্বাংশেই সাদৃশ্য থাকে, সেই খানে উপমালঙ্কার হইয়া থাকে। ন্যায়, স্বরূপ, যথা, মত, ইত্যাদি সাদৃশ্যবাচি শব্দ ইহার বোধের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়াথাকে। এই উপমালঙ্কার মালোপমা প্রভৃতি নানারূপে বিভাজিত হয়, তাহার উদাহরণ ক্রমে ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে। উদাহরণ যথা—

"তথায় গিয়া দেখিলেন মহিষী গর্ভোচিত কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, গর্ভে সন্তানের উদয় হওয়াতে মেঘাবৃত-শশি-মণ্ডল-শালিনী রজনীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন।"

কাদম্বরী।

এখানে "ন্যায়" এই সাদৃশ্যবাচক শব্দদ্বারা গর্ব্বের সহিত মেঘাবৃত রজনীর ও পুত্রের সহিত চন্দ্রের উপমা সম্পন্ন হইয়াছে।

অথ মালোপমা।

যে স্থলে একটী মাত্র উপমেয়ের অনেক গুলি উপমা প্রবাহরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তথায় মালোপমা অলঙ্কার হয়। ইহা গদ্যতেই কিছু অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"অনন্তর ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া, পুষ্পশূন্য উদ্যানের ন্যায়, পল্লবশূন্য তরুর ন্যায়, বারিশূন্য সরোবরের ন্যায়, প্রাণ-শূন্য চন্দ্রাপীড়ের দেহ পতিত রহিয়াছে, দেখিতে পাইলেন।"

কাদম্বরী।

এখানে এক উপমেয় যে চন্দ্রাপীড়ের প্রাণ-শূন্য দেহ তাহার অনেক গুলি উপমা প্রবাহরূপে দৃষ্ট হইতেছে, সুতরাং মালোপমা অলঙ্কার হইল।

যেখানে যথাক্রমে উপমা-সম্পন্ন উপমেয় অন্য উপমে-য়ের উপমান হয়, তথায় রসনোপমা অলঙ্কার হইয়া থাকে। উদাহরণ যথা—

চন্দ্রমার ন্যায় হংস হয়েছে বরণে।
ললনা হংসের ন্যায় শোভিছে গমনে॥

ললনাকন্যায় রম্য কমল-কানন।
কমল সদৃশ চক্ষুঃ হরিতেছে মনঃ॥

এখানে হংস " চন্দ্রমার ন্যায় " এই উপমা-সম্পন্ন হইয়া, পুনর্ব্বার দ্বিতীয় পাদে ললনার উপমান হইয়াছে সুতরাং দ্বিতীয় পাদে ললনা উপমেয় হইল, আবার তৃতীয় পাদে এই ললনা পদ্মবনের উপমান বলিয়া প্রতীত হইতেছে, এই রূপ চতুর্থ পাদেও তৃতীয় পাদের উপমেয় পদ্মবন তাহাই উপমানস্বরূপ হইয়াছে এজন্য এখানে রসনোপমা অলঙ্কার হইল।

অনন্বয় উপমা।

যে স্থলে যে পদটী উপমেয় সেইটীই আবার তাহার উপমানস্বরূপ হয়, তথায় অনন্বয় উপমা হইয়াথাকে। উদাহরণ—

"অনির্ব্বাচ্যা নিরুপমা, আপনি আপন সমা,
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় আকৃতি॥"

অন্নদামঙ্গল।

এই উদাহরণে অন্নপূর্ণা আপনিই আপনার উপমা হইয়াছেন; সুতরাং এখানে অনন্বয় উপমা হইল।

অথ পূর্ণোপমা।

যে স্থলে উপমান উপমেয় এবং তদুভয়ের সাধারণ ধর্ম্ম ও যথা ইত্যাদি সাদৃশ্য-দ্যোতক শব্দের প্রয়োগ থাকে, তথায় পূর্ণোপমা অলঙ্কার হয়। উদাহরণ—

"না ধরিলে রাজা বধে ধরিলে ভুজঙ্গ।
সীতার হরণে যেন মারীচ কুরঙ্গ॥"

বিদ্যাসুন্দর।

এই উদাহরণে উপমান ও উপমেয়ের সাধারণ ধর্ম্মের কিছুমাত্র অন্যথা হয় নাই, এবং "যেন" এই উপমা বোধক শব্দেরও প্রয়োগ আছে এজন্য এখানে পূর্ণোপমা অলঙ্কার হইল।

অথ স্মরণালঙ্কার।

কোন সদৃশ বস্তুর অনুভব জন্য যে অন্য বস্তুর স্মরণ, তাহার নাম স্মরণালঙ্কার। উদাহরণ পদ্যে যথা—

প্রফুল্ল কমলোপরি খঞ্জরীট খেলিছে।
ইহা দেখি চিত্ত মোর, ভাবেতে হইয়া ভোর,
চঞ্চল লোচন যুক্ত প্রিয়া-মুখ স্মরিছে॥

এখানে বদন সদৃশ পদ্ম ও নয়ন সদৃশ খঞ্জন এই উভয় একত্র অবলোকন করিয়া, প্রিয়ার চঞ্চললোচন যুক্ত বদন স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল, সুতরাং নির্ব্বাধে এস্থলে স্মরণালঙ্কার হইল।

গদ্যে যথা—

"রাজা মাধব্যের প্রার্থনা শুনিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এ ত এইরূপ কহিতেছে, আমারও শকুন্তলাদর্শন দিবসাবধি মৃগয়া বিষয়ে মন নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়াছে। শরাসনে শরসন্ধান করি, কিন্তু মৃগের উপরে নিক্ষেপ করিতে পারি না; তাহাদিগের মুগ্ধনয়ন নিরীক্ষণ করিলে শকুন্তলার সেই অলৌকিক বিভ্রম বিলাসশালী নয়নযুগল মনে পড়ে।"

শকুন্তলা।

কোন *নিরপহ্নব বস্তুতে যে কোন বস্তুর আরোপ, তাহার নাম রূপক অলঙ্কার। ইহার বোধের নিমিত্ত প্রায়ই রূপ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু সমাস হইলে রূপ শব্দের লোপ হইয়া যায়, এবং কোন স্থলে একবারই রূপ শব্দ প্রযুক্ত হয় না; তথায় রূপশব্দটী যেন-আছে এই রূপ বিবেচনা করিয়া লইতে হয়। উদাহরণ যথা—

"সূর্য্যরূপ সিংহ অস্তাচলের গুহা-শায়ী হইলে ধ্বান্তরূপ দন্তিযূথ নির্ভয়ে জগৎ আক্রমণ করিল। নলিনী দিনমণির বিরহে অলিরূপ অশ্রুজল পরিত্যাগ পূর্ব্বক কমলরূপ নেত্র নির্মীলন করিল।"

কাদম্বরী।

সমাস স্থলে যথা—

"ভাল মালা গাঁথে ভাল মালিয়া রে।
বনমালী মেঘমালী কালিয়া রে।
মোহন মালার ছাঁদে, রতিকাম পড়ে ফাঁদে,
বিরহ অনল দেয় জ্বালিয়া রে।
যে দিকে যখন চায়, ফুল বরষিয়া যায়,
মোহ করে প্রেম মধু ঢালিয়া রে।
নাসা তিলফুল পরে, অঙ্গুলি চম্পক ধরে,
নয়ন কমল কামে টালিয়া রে।
দশন কুন্দের দাপে, অধর বান্ধুলী চাপে,
ভারত * * * *।"

বিদ্যাসুন্দর।

---

* কেবল অপহ্নুতি অলঙ্কারের আশঙ্কায় "নিরপহ্নব" বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কারণ বর্ণনীয় বিষয়ের অপহ্নব হইলে অপহ্নুতি নামে অলঙ্কার হইয়া থাকে।

এই উদাহরণে "বিরহ-অনল, প্রেম-মধু, নাসা-তিল-ফুল, অঙ্গুলি-চম্পক, নয়ন-কমল, দশন-কুন্দ, ও অধর-বান্ধুলী" এই সমস্ত পদে সমাস হইয়া, রূপ শব্দের লোপ হইয়াছে। যদি সমাস না হইত, তাহা হইলে, বিরহরূপ অনল, প্রেমরূপ মধু, নয়নরূপ কমল ইত্যাদিরূপে প্রযুক্ত হইত।

রূপশব্দের অভাবে রূপক যথা—

"রাজকুমার অসংখ্য সুন্দরী কুমারী পরিবেষ্টিত অন্তঃপুরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। কুমারীগণের শরীরপ্রভায় অন্তঃপুর সর্ব্বদা চিত্রিতময় বোধ হয়। তাহারা বিনা অলঙ্কারেও সর্ব্বদা অলঙ্কৃত। তাহাদিগের আকর্ণবিশ্রান্তলোচনই কর্ণোৎপল, হসিতচ্ছবিই অঙ্গরাগ, নিশ্বাসই সুগন্ধিবিলেপন, অধরদ্যুতিই কুঙ্কুমলেপন, ভুজলতাই চম্পকলতা, করতলই লীলাকমল, এবং অঙ্গুলিরাগই অলক্তকরস।"

কাদম্বরী।

এই উদাহরণে আকর্ণবিশ্রান্তলোচনই কর্ণোৎপল-স্বরূপ, এবং নিশ্বাসই সুগন্ধিবিলেপন স্বরূপ ও তাহাদিগের অধরদ্যুতিই কুঙ্কুমলেপন স্বরূপ ইত্যাদি রূপে রূপ-শব্দ উহ্য হওয়াতে রূপক অলঙ্কার হইয়াছে।

অথ সন্দেহ অলঙ্কার।

প্রকৃত বস্তুতে অন্য বস্তুর যে সংশয়, তাহার নাম সন্দেহ অলঙ্কার। কিন্তু এই সংশয় প্রতিভা দ্বারা উত্থিত না হইলে সন্দেহ অলঙ্কার হয় না। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা ইহাকে তিন ভাগে বিভাগ করিয়াছেন, যথা—শুদ্ধ, নিশ্চয়

মধ্য, ও নিশ্চয়ান্ত। যেখানে কেবল সংশয়েতেই পর্য্যবসান হয় তথায় শুদ্ধ সন্দেহই অলঙ্কার হয়, আর যে স্থলে প্রথমে ও অন্তে সন্দেহ এবং মধ্যে নিশ্চয়, তথায় নিশ্চয়মধ্য এবং যেখানে প্রথমে সংশয়, শেষে নিশ্চয় তথায় নিশ্চয়ান্ত নামে সন্দেহ অলঙ্কার হয়। বঙ্গভাষায় 'কি' 'অথবা' ইত্যাদি শব্দ ইহার বোধের নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়া থাকে। উদাহরণ—

" এরূপে কামিনী, কাটিছে যামিনী
সুন্দর হেন সময়।
সুড়ঙ্গ হইতে, উঠিলা ত্বরিতে
ভূমিতে চাঁদ উদয়॥
দেখি সখীগণ, চমকিত মন,
বিদ্যার হইল ভয়।
হংসীর মণ্ডল, যেমন চঞ্চল,
রাজহংস দেখি হয়॥
এ কি লো একি লো, এ কি লো দেখি লো,
এ চাহে উহার পানে।
দেব কি দানব, নাগ কি মানব,
কেমনে এলো এখানে॥"

বিদ্যাসুন্দর।

এই উদাহরণে " দেব কি দানব, নাগ কি মানব" এই সন্দেহ বদ্ধমূল হওয়াতে এখানে সন্দেহ অলঙ্কার হইল।

নিশ্চয়ান্ত ও নিশ্চয়মধ্য এই দুয়ের উদাহরণ সুহজেই

বোধগম্য হইতে পারিবে এজন্য তাহা আর লিখিত হইল না।

অথ ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কার।

সাম্যহেতু এক বস্তুতে যে অন্য বস্তু জ্ঞান, তাহার নাম ভ্রম, এই ভ্রম যেখানে প্রতিভাদ্বারা উত্থাপিত হয় তথায় ভ্রান্তিমান্ নামে অলঙ্কার হইয়া থাকে। উদাহরণ যথা—

"উঠিল অম্বর পথে হৈম ব্যোমযান
মহাবেগে, ঐরাবত আর সৌদামিনী
সহ পয়োবাহ যথা। রথ-চূড়াপরে
শোভিল দেব পতাকা, যেন অচঞ্চল
বিদ্যুতের রেখা। চারি দিকে মেঘকুল,
হেরি সে কেতুর কান্তি ভ্রান্তিমদে মাতি
ভাবি তারে অচলা চপলা, দ্রুতগামী
গর্জ্জিয়া আইল সবে লভিবার আশে
সে সুর-সুন্দরী।

তিলোত্তমাসম্ভব।

এই উদাহরণে পতাকার প্রতি যে অচঞ্চল বিদ্যুৎ রেখার ভ্রম ইহা প্রতিভা দ্বারা উত্থাপিত হওয়াতে এখানে ভ্রান্তিমান্ নামে অলঙ্কার হইয়াছে। যথা বা—

"চন্দ্রমার কিরণ পাতে কামিনীগণ ভ্রান্ত হইয়া কৈরব ভ্রমে কুবলয় গ্রহণ করিয়া কর্ণোৎপল করিতেছে ও পুলিন্দসুন্দরী মুক্তাফলভ্রমে অত্যন্ত সমাদরের সহিত ভূমি হইতে বদরীফল উত্তোলন করিতেছে।"

উল্লেখ অলঙ্কার।

এক মাত্র পদার্থের বিবিধ প্রকারে উল্লেখের নাম উল্লেখ অলঙ্কার। ইহা গ্রাহক ও বিষয় ভেদে দুই প্রকার হয়। গ্রাহকগণ যে স্থলে এক বস্তুকে নানারূপে অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ রূপে উল্লেখ করেন, তথায় গ্রাহক ভেদে উল্লেখ অলঙ্কার হইয়া থাকে। আর যেখানে বিষয়গুলি ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হয় তথায় বিষয় ভেদে উল্লেখ অলঙ্কার হয়। উদাহরণ—

এক যে কৃষ্ণ তাঁহাকে গোপবধূ সকল প্রিয়রূপে, বৃদ্ধগণ শিশু-রূপে, দেবগণ অধীশ্বররূপে, ভজনানন্দ ভক্তেরা নারায়ণরূপে ও যোগি-সকল পরব্রহ্মরূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

এখানে এক মাত্র শ্রীকৃষ্ণের গ্রাহক ভেদে নানা প্রকার উল্লেখ হওয়াতে গ্রাহক ভেদে উল্লেখ অলঙ্কার হইল।

বিষয় ভেদে যথা—

"যেমন পদ্মিনী সতী, মিলিল তেমতি পতি,
রাজকুল চক্রবর্ত্তী ভীম।
ধর্ম্মে ধর্ম্মপুত্র সম, রূপে সহদেবোপম,
বীর্য্যে পার্থ বিক্রমেতে ভীম।"

পদ্মিনী উপাখ্যান।

এই উদাহরণে গ্রাহকের কিছু মাত্র ভেদ নাই, কেবল ধর্ম্ম, রূপ, বীর্য্য, ও বিক্রম এই চারিটী যে বিষয় তাহাই

বিভিন্ন রূপে প্রতীত হইতেছে। এজন্য এখানে বিষয় ভেদে উল্লেখ অলঙ্কার হইল।

অথ অপহ্নুতি অলঙ্কার।

যে স্থলে প্রকৃত বস্তুর প্রতিষেধ করিয়া অন্য বস্তু আরোপিত হয়, তথায় অপহ্নুতি অলঙ্কার হইয়া থাকে। এই অপহ্নুতি অলঙ্কার দুই প্রকার, অর্থাৎ কোন স্থানে অপহ্নবপূর্ব্বক আরোপ ও কোন কোন স্থলে আরোপপূর্ব্বক অপহ্নব হইয়া থাকে। উদাহরণ যথা—

এ নহে আকাশ, কিন্তু ইহা অম্বুরাশি,
এরা নহে তারা, তার নব ফেন ভঙ্গ,
নহে সুধাকর ইহা কুণ্ডলিত ফণী,
ও চিহ্ন কলঙ্ক নহে শয়িত মুরারি।

এই উদাহরণে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, যে আকাশ প্রভৃতি প্রকৃত বস্তুগুলি অপহ্নুত হইয়া, অম্বুরাশি প্রভৃতি বস্তুগুলি আরোপিত হইয়াছে, সুতরাং এখানে অপহ্নবপূর্ব্বক আরোপ হইল।

আরোপপূর্ব্বক অপহ্নব যথা—

ঐ যে চরমাচলে শোভে নিশাকর
নিশাকর নহে উহা, মদন কৃশানু।
আর যে, কলঙ্ক তুমি হেরিছ উহাতে,
কলঙ্ক নহেক উহা ধূমরাশি তার।

এই স্থলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, প্রকৃতবস্তু যে সুধাকর তাহাতে মদনাগ্নির আরোপ করিয়া, পশ্চাৎ কলঙ্কে ধূমের আরোপ হইল, সুতরাং এখানে আরোপ-পূর্ব্বক অপহ্নুতি নামে অলঙ্কার হইল।

অথ নিশ্চয়ালঙ্কার।

যে স্থলে আরোপ্যমাণ বস্তুর নিষেধ করিয়া প্রকৃত বস্তুর সংস্থাপন করা হয়, তথায় নিশ্চয় নামে অলঙ্কার হইয়া থাকে। উদাহরণ যথা—

হৃদয়ে মৃণাল হার, এ নহে ভুজঙ্গ ;
এ নহে গরল কণ্ঠে, কুবলয় দল,
চন্দনের চর্চ্চা ইহা, নহে ভস্মলেপ,
অতএব, হে অনঙ্গ, বিঁধো না বিঁধো না
হর-ভ্রমে, ক্রোধে, তুমি ; লুঠি তব পায়,
আমি যে বিরহী তাকি দেখেও দেখ না ?

এই উদাহরণে অরোপ্যমাণ বস্তু ভুজঙ্গ গরলাদি তাহার প্রতিষেধ করিয়া, প্রকৃত বস্তু যে মৃণাল, কুবলয়াদি তাহারই স্থাপনা করা হইয়াছে, এজন্য এখানে নিশ্চয় নামে অলঙ্কার হইল। যদি কেহ এখানে রূপক বলিয়া সন্দেহ করেন তাহা হইতে পারে না, কারণ এখানে মৃণালাদিতে আরো-পিত যে ভুজঙ্গত্বাদি তাহার নির্দ্ধারণ নাই ; অর্থাৎ 'ইহা ভুজঙ্গ নহে' এই রূপে লিখিত হইয়াছে, সুতরাং রূপক

হইতে পারে না। যদি অপহ্নুতি বল, তাহাও হইতে পারে না, কারণ প্রকৃত বস্তু যে মৃণালাদি তাহার অপহ্নব নাই।

অথ উৎপ্রেক্ষালঙ্কার।

যেখানে বর্ণনীয় বিষয়কে প্রতিভা-শূন্য করিয়া, তাহার অর্থাৎ ঐ বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত কোন অপ্রস্তুত বিষয়ের যে সদৃশরূপে রচনা করা হয়, তথায় উৎপ্রেক্ষা নামক অলঙ্কার হইয়া থাকে। এই উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার দুইভাগে বিভক্ত; যথা—বাচ্যোৎপ্রেক্ষা ও প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা। যেখানে "যেন, বোধ হয়" ইত্যাদি উৎপ্রেক্ষা বোধক শব্দের প্রয়োগ করা হয় তথায় বাচ্যোৎপ্রেক্ষা; আর যেখানে উহা প্রযুক্ত না হয়, তথায় প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা হইয়া থাকে। উদাহরণ যথা-

"অমৃত সঞ্চারি তবে দেব শিল্পীদেব
জীবাইলা ভুবনমোহিনী বরাঙ্গনা—
প্রভা যেন মূর্ত্তিমতী হয়ে দাঁড়াইলা
ধাতার আদেশে! বিশ্ব পূরিল বিভায়!"

তিলোত্তমাসম্ভব:

এখানে বর্ণনীয় বিষয় যে বরাঙ্গনা তাহাকে প্রতিভা-শূন্য করিয়া, অপ্রস্তুত যে প্রভা তাহাকে উহার সহিত "যেন" এই শব্দ দ্বারা অভিন্নবৎ বর্ণনা করা হইয়াছে, এজন্য এখানে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা হইল।

সরস বসন্তকাল, নতুবা বিধাতা
বেদাভ্যাস জড় হয়ে, কি রূপে রচিলা—
এমন মোহিনী মূর্ত্তি! যার কান্তি হেরি
কুমুদিনী, কমলিনী কাঁদে দিবারাতি।

বেদাভ্যাস-জড় বিধাতা কিরূপে এই মনোহর বপুর সৃষ্টি করিলেন, এই আশঙ্কা করিয়া, কোন ব্যক্তি বলিতেছে যে, "বোধ হয়, এই শরীর নির্ম্মাণ বিষয়ে, হয়, সুকুমার চন্দ্র, না হয় অনঙ্গ, অথবা ঋতুরাজ বসন্ত স্বয়ংই বিধাতা হইয়াছিলেন।" এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, নির্ম্মাণ বিষয়ে বিধাতার সম্বন্ধ থাকিলেও এখানে অসম্বন্ধ কথন হেতু অতিশয়োক্তি হইল। অসম্বন্ধ থাকিলেও সম্বন্ধের উদাহরণ—

যদি সুধাকর বিম্বে দুটী ইন্দীবর
থাকিত; তা হলে আজি উপমা মিলিত
ও মুখের; মঞ্জুল নয়ন যাহে থাকি,
অপাঙ্গ বলনে সদা মুগ্ধ করে মনঃ।

এই উদাহরণে দেখা যাইতেছে যে চন্দ্রেতে ইন্দীবরের সম্বন্ধ না থাকিলেও যদি শব্দদ্বারা বলপূর্ব্বক সম্বন্ধ আহৃত হইয়াছে, সুতরাং এখানে অসম্বন্ধ থাকিয়াও সম্বন্ধের প্রতীতি হইতেছে।

কার্য্য ও কারণের বিপর্য্যয় যথা—

কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, কিন্তু

যেখানে অগ্রে কার্য্যটী নিষ্পন্ন হইয়া, পশ্চাৎ কারণের উপলব্ধি, অথবা যে স্থলে একেবারেই কার্য্য কারণ উভয়েরই উপলব্ধি হয়, তথায় অতিশয়োক্তির এই ভেদটী হইয়া থাকে। উদাহরণ যথা—

প্রথমেই তার চিত্ত হয়েছে ব্যাকুল।
উদ্‌ভিন্ন হয়েছে পরে রসাল বকুল॥

এখানে উৎকণ্ঠার কারণ যে রসাল ও বকুল তাহা উৎকণ্ঠার পর উদ্ভিন্ন হইয়াছে, এজন্য কার্য্যকারণের বিপর্য্যয় হইল।

যুগপৎ কার্য্যকারণের উপলব্ধি যথা—

যুবরাজ একবারেই পিতার সিংহাসন ও অন্যান্য ভূপতিদিগের রাজ্য আক্রমণ করিয়া ছিলেন।

পররাজ্য আক্রমণের কারণ সিংহাসনে অধিরোহণ, কারণ, সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া রাজা না হইলে অন্যের রাজ্যকে আক্রমণ করা সম্ভবপর নহে, কিন্তু এই উদাহরণে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে, অর্থাৎ পররাজ্য আক্রমণ রূপ যে কার্য্য ও সিংহাসনে অধিরোহণ রূপ যে কারণ এই উভয়েরই যুগপৎ প্রতীতি হইতেছে সুতরাং ঐরূপ বিপর্য্যয় হইল।

অথ তুল্যযোগিতা অলঙ্কার।

প্রস্তুত অনেক পদার্থই হউক, বা অপ্রস্তুত অনেক পদার্থ

র্থই হউক, একমাত্র গুণ বা একমাত্র ক্রিয়ার সহিত যে সম্বন্ধ তাহার নাম তুল্যযোগিতা। উদাহরণ যথা—

কুঙ্কুম চন্দন আদি, বিবিধ লেপন,
পতি প্রতি কোপনা কামিনী, ফুলদল,
প্রদীপের শিখা, আর শয়িত মদন,
একেবারে সন্ধ্যাকালে, সবে উদ্বোধিলা।

এইখানে সন্ধ্যাবর্ণন করিতে গিয়া, কুঙ্কুম প্রভৃতি অনেক গুলি প্রস্তুত পদার্থ এক উদ্বোধন ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ হইয়াছে এজন্য এখানে একমাত্র ক্রিয়ার সহিত বহুপদার্থের সম্বন্ধরূপ তুল্যযোগিতা হইল।

বিধুমুখি! তোমার অঙ্গের মৃদুলতা,
নিরখিয়া, কবে কোন ভাবুকের মনে
মালতী, শশাঙ্কলেখা, কদলী তরুর
কঠিনতা অনুভূত না হয়? বলহ।

এখানে এক যে কঠিনতা গুণ তাহা মালতী প্রভৃতি অনেক গুলি অপ্রস্তুত পদার্থের সহিত সম্বন্ধ হইয়াছে।

অথ দীপক অলঙ্কার।

যেখানে অপ্রস্তুত ও প্রস্তুত এই উভয়ের একমাত্র ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, অথবা যে স্থলে অনেক ক্রিয়াপদের সহিত একমাত্র কারকের সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, তথায় দীপক নামে অলঙ্কার হয়। উদাহরণ যথা—

শিশুপাল জগজ্জয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া, পূর্ব্বের ন্যায় আজও জগৎকে নিপীড়ন করিতেছে। পতিব্রতা নারী এবং নিশ্চলা-প্রকৃতি জন্ম জন্মান্তরেও পুরুষের অনুগামিনী হয়।

এখানে বর্ণনীয় যে নিশ্চলাপ্রকৃতি এবং অপ্রস্তুত যে পতিব্রতা স্ত্রী এই দুইএরই এক যে অনুগমন ক্রিয়া তাহার সহিত সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইয়াছে এজন্য এখানে দীপক নামে অলঙ্কার হইল।

একমাত্র কারকের সহিত বহু ক্রিয়ার সম্বন্ধ যথা,

আর্য্য! তুমি দূরদেশে গমন করিলে পর, তোমার নিমিত্ত উৎ-কণ্ঠিতা হইয়া, সেই তপস্বিনী কখন উঠিয়া বসেন, কখন শয়ন করেন, কখন তোমার বাসগৃহে আগমন করেন, কখন হাসেন এবং কখন কখন দীর্ঘনিশ্বাসও পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

এই উদাহরণে এক কর্ত্তৃ-পদ যে তপস্বিনী তাহার সহিত অনেক গুলি ক্রিয়াপদের সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইয়াছে, অতএব এখানে দীপক অলঙ্কার হইল।

অথ প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার।

যে স্থলে দুইটী বাক্যগত সাদৃশ্যের কোন একটী সাধারণ ধর্ম্ম পৃথক্‌রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়, তথায় প্রতিবস্তূ-পমা নামে অলঙ্কার হইয়া থাকে। উদাহরণ—

তুমি পুণ্যবতী অহে বিদর্ভ সম্ভবে!
যে হেতু ঔদার্য্য গুণে নলে আকর্ষেছ।

চন্দ্রিকা যে রত্নাকরে উচ্ছলিত করে।
অত হতে প্রশংসা তার কি আছে ভূতলে?

এখানে বৈদর্ভী ও চন্দ্রিকার সাদৃশ্য স্পষ্টই বোধ হইতেছে, এবং আকর্ষণ ও উচ্ছলিত করণ এই দুই ক্রিয়া পদের একই অর্থ, এজন্য উহা উহাদিগের সাধারণ ধর্ম্ম বটে, কিন্তু পৃথক্‌রূপে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে সুতরাং প্রতিবস্তুপমা অলঙ্কারে কোন বাধা জন্মিল না।

অথ দৃষ্টান্ত অলঙ্কার।

যে স্থলে পরস্পর সমান ধর্ম্মাক্রান্ত দুইটী বস্তুর সাদৃশ্য স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়, অথচ উভয়ের কার্য্য একরূপ নহে, তথায় দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হইয়া থাকে। উদাহরণ যথা—

* "মিষ্ট বাক্য কহ কিম্বা কটু কহ ভাই!
সকলি আমার প্রতি অমৃত বর্ষায়।
সলিল শীতল কিম্বা উষ্ণ যদি হয়,
অনল নির্ব্বাণকরে ইথে কি সন্দেহ।

যথা বা—

সৎকবি-প্রণীত যে সকল গাথা তাহার গুণ গ্রহণ করিতে না পারিলেও উহা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র মধুধারা বর্ষণ করে। মালতী মালার পরিমল না পাইলেও উহা দর্শন মাত্রেই নয়ন যুগলকে হরণ করিয়া লয়।

* এই উদাহরণটী রসতরঙ্গিনী হইতে উদ্ধৃত, কিন্তু কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রথম উদাহরণে "মিষ্ট ও কটু বাক্য" এবং "শীতল ও উষ্ণ সলিল" এই উভয়ের সাদৃশ্য স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, কিন্তু "অমৃত বর্ষণ ও অনলনির্ব্বাণ করণ" এই দুইটী কার্য্য একরূপ নহে, সুতরাং দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হইল।

দ্বিতীয় উদাহরণে "সৎকবি-প্রণীত গাথা" এবং "মালতী-মালা" এই দুইটী পদার্থের সাদৃশ্য স্পষ্টই বোধ হইতেছে, কিন্তু "মধুধারা বর্ষণ ও নয়ন হরণ" এই দুইটী কার্য্য এক রূপ নহে, এজন্য এখানেও ঐ অলঙ্কার হইল, যদি কার্য্য একরূপ হইয়া কেবল পুনরুক্ত দোষ নিবারণের জন্য পৃথক্ রূপে প্রতীত হইত, তাহা হইলে প্রতিবস্তূপমা হইতে পারিত; কিন্তু কার্য্য এক রূপ নহে বলিয়া সে সন্দেহ হইতে পারে না।

নিদর্শনা-অলঙ্কার।

যদি কোন বস্তুতে সম্ভবপর বা অসম্ভবপর অন্য কোন বস্তুর সম্বন্ধ প্রতীত হয়, তাহাহইলে, নিদর্শনা নামে অলঙ্কার হইয়া থাকে। উদাহরণ—

এই ভূমণ্ডলে অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে বৃথা তাপিত করিয়া, কেহই সম্পদ্ লাভ করিতে পারেন না। এইটী জানাইবার জন্য দিবাকর সমস্ত দিনের পর চরমাচলে প্রস্থান করেন।

এই উদাহরণে সূর্য্যের ঐরূপ জানানটী অসম্ভব নহে, এবং "পরকে যে তাপ দেয় সে কখনই সম্পদ লাভ করিতে পারে না" এই যে প্রাণি-ধর্ম্ম ইহা উঁহাতে আরোপিত বটে,

সুতরাং এখানে এক বস্তুতে সম্ভবপর অন্য বস্তুর সম্বন্ধ রূপ নিদর্শনা হইল।

অসম্ভব বস্তু সম্বন্ধ নিদর্শনা যথা—

"রাজা, প্রিয়ংবদার পরিহাস শ্রবণে সাতিশয় পরিতোষ লাভ করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে; কেননা, শকুন্তলার অধরে নব পল্লব শোভার আবির্ভাব; বাহু-যুগল কোমল বিটপ শোভা ধারণ করিয়াছে, আর নবযৌবন, বিকসিত কুসুম রাশির ন্যায়, সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া রহিয়াছে।"

শকুন্তলা।

এখানে দেখা যাইতেছে যে একের ধর্ম্ম অন্যে বহন করিতেছে অর্থাৎ বাহুযুগল কোমল বিটপ শোভা ধারণ করিয়াছে কিন্তু কোমল বিটপ শোভার যে বাহুতে আরোপ ইহা অসম্ভব এজন্য এখানে অসম্ভব বস্তু সম্বন্ধ নিদর্শনা অলঙ্কার হইল।

যথা বা—

"এই মনোহর বপুকে তপঃক্লেশ সহ্য করাইয়া কণ্ব ঋষি নিশ্চয়ই নীলোৎপল দ্বারা শমীলতা ছেদন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে নীলোৎপল দ্বারা শমীলতার ছেদন যথার্থ নহে কিন্তু অন্যের উপর আরোপিত হইয়াছে, এজন্য এখানেও পূর্ব্বের ন্যায় নিদর্শনা হইল।

ব্যতিরেক অলঙ্কার।

যে স্থলে উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের ন্যূনতা অথবা

আধিক্য প্রতীত হয়, তথায় ব্যতিরেক নামে অলঙ্কার হইয়া থাকে। উদাহরণ—

অয়ি সুন্দরি! দেখ সুধাকর দিন দিন ক্ষীণ কলেবর হইয়াও পুনর্ব্বার পরিবর্দ্ধিত হয়েন কিন্তু যৌবন গত হইলে, আর পরিবর্দ্ধিত হইবে না এজন্য অভিমান পরিত্যাগ কর।

এই উদাহরণে দেখা যাইতেছে যে, উপমান স্বরূপ যে চন্দ্র তদপেক্ষা উপমেয় যে যৌবন তাহার ন্যূনতা বর্ণিত হইয়াছে সুতরাং ব্যতিরেক অলঙ্কার হইল।

উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের আধিক্য যথা—

"কে বলে শরদ শশী সেমুখের তুলা।
পদনখে পড়ে তার আছে কত গুলা।।"

এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, উপমান স্বরূপ চন্দ্র অপেক্ষা উপমেয় যে বিদ্যার মুখ তাহার শোভাধিক্য বর্ণিত হইয়াছে, অতএব এখানে উপমেয়ের আধিক্যরূপ ব্যতিরেক অলঙ্কার হইল।

অথ সহোক্তি অলঙ্কার।

যে স্থলে সহশব্দার্থবলে একটী পদ দুই বিষয়ের বাচক হয়, তথায় সহোক্তি অলঙ্কার হইয়া থাকে। উদাহরণ—

"অনন্তর স্বেদ সলিলের সহিত লজ্জা গলিত হইল।"

কাদম্বরী।

এই উদাহরণে এক যে গলিত পদ তাহা ক্ষরিত ও

বিনষ্ট এই উভয়ের বাচক হইয়াছে এজন্য এখানে সহোক্তি নামে অলঙ্কার হইল।

অথ সমাসোক্তি অলঙ্কার।

যে স্থলে সমান কার্য্য, সমান লিঙ্গ বা সমান বিশেষণ দ্বারা কোন প্রস্তুত বিষয়ে অন্যবস্তুর ব্যবহার সম্যক রূপে আরোপিত হয় তথায় সমাসোক্তি হইয়া থাকে।

সমান কার্য্যদ্বারা যথা—

"হায় রে তোমারে কেন দোষি ভাগ্যবতি?
ভিখারিণী রাধাএবে—তুমি রাজ-রাণী।
সুরপ্রিয়া মন্দাকিনী, সুভগে, তব সঙ্গিনী,
অর্পেণ সাগরকরে তিনি তব পাণি:
সাগর বাসরে তব তাঁর সহ গতি!"

ব্রজাঙ্গনাকাব্য।

এই উদাহরণে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, যিনি সখী সঙ্গিনী হইয়া, পতি পাশে গমন করেন, তাঁহার সেই ব্যবহার সম্যক্ রূপে যমুনাতে আরোপিত হইয়াছে, এজন্য এখানে সমাসোক্তি হইল।

সমান লিঙ্গদ্বারা সমাসোক্তি যথা—

যিনি শত্রুমণ্ডলী জয় করিতে সমর্থ হন নাই, কামিনী চিন্তা তাঁহার পক্ষে অতি গর্হিত কর্ম্ম। সহস্র দীধিতি সমস্ত জগৎকে আক্রমণ না করিয়া, কখনই সন্ধ্যাকে ভজনা করেন না।

এখানে রাজাতে সূর্য্যেতে ও কামিনীতে সন্ধ্যাতে লিঙ্গ

সাম্য থাকিয়া পশ্চাৎ রবি ও সন্ধ্যা এই উভয়ে নায়ক নায়িকার ব্যবহার আরোপিত হইয়াছে।

সমান বিশেষণ দ্বারা সমাসোক্তি।

সমান বিশেষণদ্বারা যে সমাসোক্তি, তাহা কখন কখন শ্লেষদ্বারা কখন বা সহজেই হইয়া থাকে।

শ্লেষদ্বারা যথা—

রাগেতে আসঙ্গ হেতু, বিকসিত মুখী,
রবি করে স্পৃষ্ট হয়ে, পূর্ব্বদিগঙ্গনা—
গলিত তিমিরাবৃতি হয়েছে দেখিয়া,
অস্তাচলে যায় শশী পাণ্ডুবর্ণ হয়ে।

এই উদাহরণে বিকসিতমুখী প্রভৃতি যে কএকটী বিশেষণপদ সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহারা অঙ্গনা ও দিক্ এই দুই পক্ষেরই উপযোগী অর্থাৎ রাগেতে কি না অনুরাগাসঙ্গহেতু অঙ্গনা যেরূপ বিকসিত মুখী হয় পূর্ব্বদিক্ রূপ অঙ্গনাও রাগ অর্থাৎ সূর্য্যরক্তিমায় সেইরূপ বিকসিতমুখী হইয়াছে এইরূপ, করস্পৃষ্ট এক পক্ষে হস্তদ্বারা স্পৃষ্ট দিক্‌পক্ষে কিরণদ্বারা স্পৃষ্ট। আর গলিত তিমিরাবৃতি দিক্‌পক্ষে গলিত হইয়াছে অন্ধকাররূপ আবরণ যার এবং অঙ্গনা পক্ষে তিমিরাবৃতি শব্দে নীলবসন সুতরাং শ্লেষদ্বারা দুই পক্ষেই সমান বিশেষণ হইল, এইক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে, যে স্বীয় বল্লভাকে অন্য নায়ক-

রাত্রে বিকসিতমুখী দেখিলে বল্লভ যেরূপ দুঃখিত হইয়া, গোন নির্জনে বসিয়া চিন্তা করেন, চন্দ্রও পূর্ব্বদিক্‌কে সেইরূপ দেখিয়া প্রাতঃকালে দুঃখের সহিত অস্তাচলে গমন করিতেছেন, সুতরাং এখানে নায়ক-ধর্ম্মটী চন্দ্রে আরোপিত হইয়া সমাসোক্তি হইল।

পরিকর অলঙ্কার।

অভিপ্রায়-যুক্ত বিশেষণ দ্বারা যে উক্তি তাহার নাম পরিকর অলঙ্কার। উদাহরণ যথা—

হে অঙ্গরাজ! হে সেনাপতে! হে দ্রোণোপহাসিন্ কর্ণ! এখন ভীমসেন হইতে দুঃশাসনকে রক্ষা কর!

অশ্বত্থামা কর্ণকে এই বলিয়া উপহাস করিতেছেন যে, যাহার এক ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার সামর্থ্য নাই, এবং যার সেনা রক্ষা করিবার ক্ষমতা নাই, সে কি রূপে অঙ্গ দেশের রাজ্য শাসন করিবে ও কি রূপেই বা সেনাপতি হইবে এবং কেনই বা সে দ্রোণকে উপহাস করে। অতএব প্রত্যেক বিশেষণেরই এখানে অভিপ্রায় থাকিল।

অপ্রস্তুত প্রশংসালঙ্কার।

যে স্থলে অপ্রস্তুত সামান্য অর্থ হইতে প্রস্তুত বিশেষ অর্থ ও অপ্রস্তুত বিশেষ অর্থ হইতে প্রস্তুত সামান্য অর্থ, আর যেথানে অপ্রস্তুত কার্য্য হইতে প্রস্তুত কারণ ও

জ

অপ্রস্তুত কারণ হইতে প্রস্তুত কার্য্য এবং যে স্থলে অপ্রস্তুত সমান অর্থ হইতে প্রস্তুত সমান অর্থের প্রতীতি হয় তথায় অপ্রস্তুত প্রশংসা নামে অলঙ্কার হইয়া থাকে। উদাহরণ—

ধূলি যখন পাদাহত হইয়া মস্তকে আরোহণ করে, তখন, অপমানিত ব্যক্তি যদি অপমানের প্রতিবিধান না করেন তাহা হইলে সেই অপমানিত ব্যক্তি অপেক্ষা ধূলিকে প্রশংসা করিতে হয়।

এই উদাহরণে দেখা যাইতেছে যে অপমানিত ব্যক্তির প্রতিবিধানে নিশ্চেষ্টতারূপ অপ্রস্তুত সামান্য অর্থ হইতে "আমাদিগ হইতে ধূলিও শ্রেষ্ঠ" এই রূপ প্রস্তুত বিশেষ একটী অর্থ প্রতিপন্ন হইয়াছে।

এই মালা গলে দিলে যদি প্রাণ যায়
তবে কেন প্রাণ মোর না যায় এখন?
বুঝিলাম ঈশ্বরের অভিলাষ হলে,
বিষ সুধা হয়, কভু পীযূষ গরল।

বিষ অমৃত ও অমৃতও কখন গরল হয়, এই রূপ অপ্রস্তুত বিশেষার্থ হইতে অহিতকারী হিতকারী, ও হিতকারীও কখন অহিতকারী হয়, এইরূপ প্রস্তুত সামান্যার্থের প্রতীতি হইতেছে।

ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার।

নিন্দা দ্বারা স্তুতির কিম্বা স্তব দ্বারা নিন্দার অবগতি হইলে ব্যাজস্তুতি নামে অলঙ্কার হয়। যথা—

"সভাজন শুন, জামাতার গুণ,
বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাঁই,
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়॥
মান অপমান, সুস্থান কুস্থান,
অজ্ঞান জ্ঞান সমান।
নাহি জানে ধর্ম্ম, নাহি জানে কর্ম্ম,
চন্দনে ভস্ম জ্ঞেয়ান।
যবনে ব্রাহ্মণে, কুক্কুরে আপনে,
শ্মশানে স্বরগে সম।
গরল খাইল, তবু না মরিল,
ভাঙ্গড়ের নাহি যম॥"

অন্নদামঙ্গল।

এখানে নিন্দাচ্ছলে মহাদেবের নানাপ্রকার গুণ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সুতরাং ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার হইল।

পর্য্যায়োক্ত অলঙ্কার।

যেখানে বর্ণনীয় বিষয়ের স্পষ্টরূপ উল্লেখ থাকে না, অথচ ভঙ্গিদ্বারা তাহার প্রতীতি হয়, তথায় পর্য্যায়োক্ত অলঙ্কার হইয়া থাকে। উদাহরণ—

"লজ্জা যেন আমার হস্ত ধরিয়া তাম্বূল দিতে বারণ করিতেছে। অতএব আমার হইয়া, তুমি রাজকুমারের করে তাম্বূল প্রদান কর। মহাশ্বেতা পরিহাস পূর্ব্বক কহিলেন "আমি তোমার প্রতিনিধি হইতে পারিব না।"

কাদম্বরী।

এই উদাহরণে "প্রতিনিধি হইতে পারিব না" এই বাগ্‌ভঙ্গিদ্বারা চন্দ্রাপীড়ের সহিত কাদম্বরীর গান্ধর্ব্ব বিবাহ অর্থাৎ কাদম্বরী যে চন্দ্রাপীড়কে পতিত্বে বরণ করিবেন তাহা স্পষ্টরূপে প্রতীত হইতেছে, এজন্য এখানে পর্য্যায়োক্ত অলঙ্কার হইল।

অর্থান্তর ন্যাস অলঙ্কার।

যদি বিশেষ অর্থ দ্বারা সামান্য অর্থ ও সামান্য অর্থদ্বারা বিশেষার্থ কিম্বা কারণ দ্বারা কার্য্য অথবা কার্য্যদ্বারা কারণ সমর্থিত হয়, তাহা হইলে, অর্থান্তর ন্যাস নামক অলঙ্কার হয়। সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য ভেদে আলঙ্কারিকেরা ইহার আট প্রকার ভেদ কহিয়াছেন। উদাহরণ যথা—

ক্ষুদ্র ব্যক্তি যদি মহৎ ব্যক্তিকে সহায়স্বরূপ অবলম্বন করে, তাহা হইলে সেও কার্য্য সমাধা করিতে সমর্থ হয়। সামান্য নদী মহানদীর সহায়ে সাগরে গমন করিয়া থাকে।

এখানে ক্ষুদ্র নদীর সাগরপ্রাপ্তিরূপ বিশেষ অর্থদ্বারা মহৎ সহায়ে ক্ষুদ্র ব্যক্তির কৃতকার্য্যতারূপ সামান্য অর্থ সমর্থিত হইয়াছে, এজন্য এখানে সামান্য অর্থের সমর্থনরূপ অর্থান্তর ন্যাস হইল।

সামান্য অর্থদ্বারা বিশেষ অর্থের সমর্থন। যথা—

"অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা সাতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন, সখি! সৌভাগ্যক্রমে তুমি অনুরূপ পাত্রেই অনুরাগিণী হইয়াছ;

অথবা মহানদী সাগর পরিত্যাগ করিয়া, আর কোন্ জলাশয়ে প্রবেশ করিবেক?"

শকুন্তলা।

এই উদাহরণে মহানদীর সাগর-গমনরূপ সামান্য অর্থ-দ্বারা রাজাতে শকুন্তলার অনুরাগরূপ বিশেষ অর্থ সমর্থিত হইতেছে, এজন্য সামান্য অর্থদ্বারা বিশেষার্থের সমর্থন রূপ অর্থান্তর ন্যাস অলঙ্কার হইল।

অনুকূল অলঙ্কার।

যদি প্রতিকূলতা অনুকূলানুবন্ধিনী অর্থাৎ অনুকূল স্বরূপ হয়, তাহা হইলে, অনুকূল নামক অলঙ্কার হইয়া থাকে। উদাহরণ যথা—

এত দিন দেহ মোর শিলাময় ছিল।
তব পদাঘাতে আজি বিমুক্ত হইল।

এই উদাহরণে পদাঘাতরূপ যে প্রতিকূল-বিষয় তাহা অনুকূলরূপে পরিণত হইয়াছে এজন্য এখানে অনুকূল অলঙ্কার হইল।

বিভাবনা অলঙ্কার।

যে স্থলে কারণ ব্যতীত কার্য্যোৎপত্তি হয়, তথায় বিভাবনা নামক অলঙ্কার হইয়া থাকে। উদাহরণ—

অচক্ষু সর্ব্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান,
অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।
কর বিনা বিশ্ব গড়ি, মুখ বিনা বেদ পড়ি,
সবে দেন কুমতি সুমতি॥

অন্নদামঙ্গল।

এখানে দর্শনাদির কারণ যে চক্ষুরাদি তাহা ব্যতীতও দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি কার্য্যগুলি প্রতীত হইতেছে, এজন্য এখানে বিভাবনা অলঙ্কার হইল।

বিশেষোক্তি অলঙ্কার।

যেখানে কারণ আছে অথচ কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না, তথায় বিশেষোক্তি অলঙ্কার হয়। এই অলঙ্কারে কখন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় কখন বা কারণের নির্দেশ থাকে না, সুতরাং ইহা দুই প্রকার হইল। বিভাবনাও এইরূপ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। উদাহরণ—

যাহারা ধনী হইয়া নিরুন্মাদ হয়, যুবা হইয়াও অচঞ্চল ও প্রভু হইয়াও প্রমাদ-শূন্য হয়, তাহারাই মহামহিমশালী।

এখানে ধনবত্তা প্রভৃতি কারণ সত্ত্বেও মত্ততা প্রভৃতি কার্য্যগুলি দেখা যাইতেছে না, এজন্য এখানে বিশেষোক্তি অলঙ্কার হইল।

বিষমালঙ্কার।

যেখানে গুণদ্বারা কার্য্য ও কারণ এই উভয়ের ক্রিয়া

পরস্পর বিরুদ্ধ হয়, কিম্বা যেখানে আরব্ধ বিষয়ের বৈকল্য ও অনর্থের সম্ভব হয়, অথবা পরস্পর বিরূপ বিষয়ের যে-খানে সংঘটনা হয়, তথায় বিষম নামে অলঙ্কার হইয়া থাকে। ক্রমশঃ উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

১। গুণদ্বারা কার্য্যকারণের বিরুদ্ধক্রিয়া, যথা—

মহারাজ! তমাল সদৃশ নীলবর্ণ আপনার অসিলতা বহু সংখ্যক যুদ্ধে কর-স্পর্শ পাইয়া, শরচ্চন্দ্রের ন্যায় ত্রিলোকের আভরণ স্বরূপ যে যশঃ তাহাই প্রসব করিয়াছে।

এখানে দেখা যাইতেছে যে, নীলবর্ণ অসিলতারূপ কারণ হইতে শুক্ল যশের উৎপত্তি রূপ ক্রিয়াটী বিরুদ্ধ হইল।

২। অনর্থের সম্ভব, যথা—

ধনাশায় সাগরকে রত্নাকর বলিয়া সেবা করিলাম, ধনলাভ দূরে থাকুক, প্রত্যুত ক্ষার বারিতে বদন পরিপূর্ণ হইল।

এখানে ধন প্রাপ্তি দূরে থাকুক, বরং একটী অনর্থের উৎপত্তি হইল।

৩। বিরূপ বিষয়ের সংঘটনা, যথা—

আহা! কোথায় বন আর কোথাইবা ইন্দ্র-বন্দিত রাজলক্ষ্মী, অতএব প্রতিকূলবর্ত্তি বিধির চরিত্র বড়ই দুঃসহ।

এখানে বন ও রাজলক্ষ্মী এই দুইটী বিরূপ বিষয়ের সঙ্ঘটনা হওয়াতে বিষম অলঙ্কার হইল।

সম অলঙ্কার।

আনুরূপ্য দ্বারা যে যোগ্য বস্তুর শ্লাঘা, তাহার নাম সম অলঙ্কার। যথা—

"অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা সাতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন, সখি! সৌভাগ্যক্রমে তুমি অনুরূপ পাত্রেই অনুরাগিণী হইয়াছ।"

শকুন্তলা।

এখানে আনুরূপ্য দ্বারা যোগ্য বস্তুর শ্লাঘা জন্য সম নামে অলঙ্কার হইল।

বিচিত্র অলঙ্কার।

অভীষ্ট ফল লাভের নিমিত্ত যদি তদ্বিরুদ্ধ বিষয়ে যত্ন দেখা যায়, তাহা হইলে বিচিত্র অলঙ্কার হয়। উদাহরণ—

উন্নতি হেতু প্রণত হয়, জীবিকা জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করে, সুখের নিমিত্ত দুঃখ অনুভব করে, এ সকল দাস ভিন্ন আর কোন্ মূঢ় করিয়া থাকে।

এখানে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, উন্নতি প্রভৃতি অভীষ্ট লাভের জন্য প্রণতি প্রভৃতি বিরুদ্ধ আচরণ করা হইয়াছে।

অধিক অলঙ্কার।

আধার অথবা আধেয়ের আধিক্য বুঝাইলে অধিক নামে অলঙ্কার হয়। উদাহরণ—

আধারের আধিক্য, যথা—

আপনার কুক্ষিমধ্যে সমস্ত ভুবনকে নিক্ষিপ্ত করিয়া, হরি যেখানে শয়ন করিয়াছেন, সে সমুদ্রের মহিমা আর কি বলিব?

এখানে আধার স্বরূপ সাগরের আধিক্য হইল।

আধেয়ের আধিক্য যথা,—

প্রলয়কালে যে শরীরে সমস্ত জগৎ অধিষ্ঠিত হয়, আজি নারদের আগমনে সে শরীরেও আনন্দ ধরিল না।

এখানে আধেয় যে আনন্দ তাহার আধিক্য হইল।

অন্যোন্য অলঙ্কার।

পরস্পর যে একরূপ ক্রিয়া-করণ তাহার নাম অন্যোন্য অলঙ্কার। উদাহরণ যথা—

যেরূপ তাহাকে তুমি শোভিত করহ
তোমাকেও সেজন শোভয়ে সেইরূপ।
রজনীর সহযোগে নিশাকর শোভে,
সেইরূপ নিশিকে শোভয় নিশাপতি॥

এই উদাহরণে ক্রিয়াগুলি পরস্পর একরূপ হইয়াছে এজন্য অন্যোন্য অলঙ্কার হইল।

বিশেষালঙ্কার।

আধেয় যে স্থলে আধার-শূন্য হয়, কিম্বা যে স্থলে এক বস্তু অনেকের গোচর হয় অথবা যেখানে যৎকিঞ্চিৎ কোন একটী কার্য্য করিতে গিয়া অন্য আর একটী কার্য্য করা হয়, তথায় বিশেষ নামে অলঙ্কার হয়। উদাহরণ যথা—

স্বর্গারূঢ় যেসকল মহাত্মার গুণগ্রাম কল্প পর্য্যন্ত স্থায়ী, যাঁহাদিগের বাক্যকদম্ব জগতের আনন্দ সম্পাদন করিতেছে, সেই সকল কবিগণ কি বন্দনীয় নহেন?

এখানে দেখা যাইতেছে যে, গুণগ্রাম কল্পপর্য্যন্ত রহিয়াছে কিন্তু সেই সকল গুণের আধার যে কবিগণ তাঁহারা স্বর্গে গমন করিয়াছেন, সুতরাং আধারের অভাব হইল।

একবস্তু অনেকের গোচর, যথা—

আগে পিছে উর্দ্ধে অধোদিকে যদি চাই।
প্রিয়সখি! মহারাজে দেখিবারে পাই॥

এখানে এক যে মহারাজ তাহা অনেকের গোচর হইয়াছে।

ব্যাঘাত অলঙ্কার।

যে কোন রূপে যাহা একবার কৃত হইয়াছে, যদি সেই উপায় দ্বারা অন্য কেহ তাহার অন্যথা করে, তাহা হইলে ব্যাঘাত অলঙ্কার হয়। যথা—

"হরনেত্রে কাম হত হইয়াছে বলে,
নেত্রেই বাঁচায় তারে যারা কুতূহলে।
কামে বাঁচাইয়া যারা শিবে করে জয়,
সেই * * * ॥"

রসতরঙ্গিনী।

এখানে দেখা যাইতেছে যে নেত্রদ্বারা কন্দর্প একবারে ভস্মীভূত হইয়াছে, আবার অন্যেরা সেই নেত্ররূপ উপায়ে তাহাকে জীবিত করিতেছে, সুতরাং ব্যাঘাত হইল।

কারণ-মালা অলঙ্কার।

যদি কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া, সেই কার্য্য

আবার অন্যকার্য্যের কারণ হয় অর্থাৎ উৎপন্ন কার্য্যগুলি যদি উত্তরোত্তর এইরূপে অন্য কার্য্যের কারণ হইয়া আইসে, তাহা হইলে কারণ-মালা অলঙ্কার হয়। উদাহরণ যথা—

পণ্ডিতের সঙ্গ হইতে বিদ্যা, বিদ্যা হইতে বিনয়, বিনয় হইতেই লোকানুরাগ জন্মিয়া থাকে এবং লোকানুরাগ হইতে যে কি না জন্মিতে পারে তাহা আর বলা যায় না।

এই উদাহরণে দেখা যাইতেছে যে, বিদ্যা প্রভৃতি সমুদয় কার্য্যগুলিই উত্তরোত্তর অন্য কার্য্যের কারণ হইয়াছে।

একাবলী অলঙ্কার

উত্তরোত্তর যে সকল বিশেষ্য পদ বিন্যস্ত হয় সেই সমুদয় পদ যদি বিশেষণ রূপে তাহাদের পূর্ব্বেতে স্থাপিত হয়, তাহা হইলে একাবলী অলঙ্কার হয়। উদাহরণ যথা—

আহা মরি এ তড়াগ কমল-ভূষিত।
কমল কুসুম সব ভৃঙ্গ-সুশোভিত।
ভৃঙ্গগণ ঝঙ্কারিছে সঙ্গীত-চতুর,
সঙ্গীত হরিছে মন লয়-সুমধুর।

এখানে দেখা যাইতেছে যে, দ্বিতীয় পাদের প্রথমে যে "কমল" শব্দটী বিন্যস্ত হইয়াছে, সেইটী আবার অন্য একটী পদের সহিত মিলিত হইয়া, প্রথম পাদের শেষে বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং পরেও ঐ রূপ দেখা যাইতেছে এজন্য এখানে একাবলী নামে অলঙ্কার হইল।

সার অলঙ্কার।

যেখানে উত্তরোত্তর বস্তুর উৎকর্ষ দেখাযায় তথায় সার নামে অলঙ্কার হয়। উদাহরণ—

রাজ্যমধ্যে পৃথ্বী সার, পৃথিবীতে পুরী, পুরীমধ্যে অট্টালিকা, প্রাসাদে সুশয্যা, এবং শয্যায় সুনিদ্রাই সার হইয়াছে।

পর্য্যায় অলঙ্কার।

যেখানে এক বস্তু অনেকগামী ও অনেক বস্তু একগামী হয়, তথায় পর্য্যায় নামে অলঙ্কার হইয়া থাকে। উদাহরণ—

"তখন ত্বরিত গমনে তথায় উপস্থিত হইয়া একবার কাননের অভ্যন্তরে, একবার সেই মনোহর সরোবর-তীরে, কখন লতামণ্ডপে, কখন বা বিশ্রাম-শিলা-তলে, বারংবার পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।"

বাসবদত্তা।

এখানে দেখা যাইতেছে যে, এক রাজপুত্রের নানা-স্থানে অবস্থিতি করা হইল।

অনেক বস্তুর এক স্থানে অবস্থান। যথা—

কৈলাস ভূধর, অতি মনোহর,
কোটিশশীপরকাশ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর, যক্ষ বিদ্যাধর,
অপ্সরগণের বাস।

অন্নদামঙ্গল।

এখানে দেখা যাইতেছে যে, এক কৈলাস পর্ব্বতে অনে-কের অবস্থিতি সম্পন্ন হইয়াছে।

পরিবৃত্তি অলঙ্কার।

সমান, ন্যূন, ও অধিক দ্বারা যে, বস্তুর বিনিময় তাহার নাম পরিবৃত্তি। উদাহরণ—

'মনে মনে মনোমালা বদল করিয়া।
ঘরে গেলা দোঁহে দোঁহা হৃদয়ে লইয়া।'

বিদ্যাসুন্দর।

এখানে সমানে সমানে বিনিময় হইল।

মীলিত অলঙ্কার।

সমানরূপ কোন বস্তু দ্বারা যে অন্য বস্তুর গোপন তাহার নাম মীলিত অলঙ্কার। উদাহরণ—

ক্ষীরোদ কন্যার স্তন কস্তূরীর দাগ
শ্যামকান্তি মুরারির বক্ষে, সরস্বতী
নিরখিতে না পারিলেন সপত্নী হইয়া।

এখানে শ্রীকৃষ্ণের শরীর-নীলিমায় কস্তূরীর গোপন স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, এজন্য মীলিত অলঙ্কার হইল।

সামান্য অলঙ্কার।

সদৃশগুণ দ্বারা প্রকৃত বস্তু যদি অন্যের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সামান্য অলঙ্কার হয়। মীলিত অলঙ্কার স্থলে উৎকৃষ্ট গুণদ্বারা নিকৃষ্ট গুণের তিরোধান এখানে সেরূপ নহে। উদাহরণ যথা—

সুধাকরের চন্দ্রিকাপাতে পৃথিবী জ্যোৎস্নাময় হইয়াছে, এমন সময়ে অভিসারিকাগণ কবরীতে মল্লিকা-কুসুম ও শরীরে চন্দন-চর্চ্চা প্রদান করিয়া, অননুভাব্য হইয়া, পরম সুখে গমন করিতে লাগিল।

এখানে অভিসারিকাগণ মল্লিকা ও চন্দনের শুক্লিমা দ্বারা চন্দ্রিকার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে।

তদ্‌গুণ অলঙ্কার।

আপনার গুণ পরিত্যাগ করিয়া, অন্যদীয় অতি উৎকৃষ্ট গুণ গ্রহণের নাম তদ্‌গুণ অলঙ্কার। উদাহরণ—

তিনি কথা কহিবার সময়ে মুখপদ্মের নিকটবর্ত্তী ভ্রমরগণকে দশনাংশু দ্বারা শুক্লবর্ণ করিয়া কথা কহিয়াছিলেন।

এখানে স্বীয়গুণের ত্যাগ ও উৎকৃষ্ট গুণ যে শুক্লিমা, তাহার গ্রহণ বুঝাইয়াছে, এজন্য তদ্‌গুণ নামে অলঙ্কার হইল।

অতদ্‌গুণ অলঙ্কার।

কারণ সত্ত্বেও যেখানে গুণগ্রহণ দেখা যায় না, তথায় অতদ্‌গুণ অলঙ্কার হয়। উদাহরণ—

অহে রাজহংস! তুমি কখন গঙ্গার সিত-সলিলে এবং কখন কজ্জল-সদৃশ-যমুনায় বিচরণ করিতেছ, কিন্তু তোমার শুক্লিমার ত কিছুমাত্র তারতম্য দেখিতেছি না; না গঙ্গার শুক্লিমায় অধিক শুক্ল হইয়াছ, না যমুনার নীলিমায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছ; কিছুই দেখিতেছি না।